বংশাবলি

প্রথম পুস্তক

আদম থেকে ইস্রায়েল পর্যন্ত বংশতালিকা

১ আদম, সেথ, এনোস, ২ কেনান, মাহালালেল, যারেদ, ৩ এনোখ, মেথুসেলাহ্, লামেখ, ৪ নোয়া,
শেম, হাম, যাফেথ।

৫ যাফেথের সন্তানেরা : গোমের, মাগোগ, মাদায়, যাবান, তুবাল, মেশেক ও তিরাস।
৬ গোমেরের সন্তানেরা : আস্কেনাজ, রিফাৎ ও তোগার্মা।
৭ যাবানের সন্তানেরা : এলিসা, তার্সিস, কিত্তিমীয়েরা ও রোদানীমেরা।

৮ হামের সন্তানেরা : ইথিওপিয়া, মিশর, পুট ও কানান। ৯ ইথিওপিয়ার সন্তানেরা : সেবা, হাবিলা,
সাব্তা, রায়ামা ও সাব্তেকা। রায়ামার সন্তানেরা : শাবা ও দেদান। ১০ ইথিওপিয়া নিম্রোদের পিতা;
এই নিম্রোদই পৃথিবীতে প্রথম বীরযোদ্ধা হলেন।
১১ মিশর সেই সকলের পিতা হলেন, যারা লুদ, আনাম, লেহাব, নাফ্তুহ্, ১২ পাথ্রোস, কাসলুহ্ এবং
কাপ্তোরের অধিবাসী; এই কাপ্তোর থেকেই ফিলিস্তিনিদের উৎপত্তি।
১৩ কানানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদোন; পরে হেৎ, ১৪ যেবুসীয়, আমোরীয়, গির্গাশীয়, ১৫ হিব্বীয়, আর্কীয়,
সিনীয়, ১৬ আর্বাদীয়, সেমারীয় ও হামাতীয়।

১৭ শেমের সন্তানেরা : এলাম, আসুর, আর্পাক্সাদ, লুদ ও আরাম।
আরামের সন্তানেরা : উজ, হূল, গেথের ও মেশেক।
১৮ আর্পাক্সাদ শেলাহ্‌র পিতা হলেন, ও শেলাহ্ এবেরের পিতা হলেন। ১৯ এবেরের ঘরে দু'টো
সন্তানের জন্ম হয়, একজনের নাম পেলেগ, কেননা সেইকালে পৃথিবী নানা বিভাগে বিভক্ত হল;
এবং তাঁর ভাইয়ের নাম যক্তান।
২০ যক্তান হলেন আলমোদাদ, শেলেফ, হাৎসার্মাবেৎ, যেরাহ্, ২১ হাদোরাম, উজাল, দিক্লা, ২২
ওবাল, আবিমায়েল, শেবা, ২৩ ওফির, হাবিলা ও যোবাবের পিতা। এঁরা সকলে যক্তানের সন্তান।
২৪ শেম, আর্পাক্সাদ, শেলাহ্, ২৫ এবের, পেলেগ, রেউ, ২৬ সেরুগ, নাহোর, তেরাহ্, ২৭ আব্রাম,
অর্থাৎ আব্রাহাম।
২৮ আব্রাহামের সন্তানেরা : ইসায়াক ও ইসমায়েল।

২৯ তাঁদের বংশতালিকা এ : ইসমায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নেবায়োৎ; পরে কেদার, আব্দেয়েল,
মিব্সাম, ৩০ মিশ্মা, দুমা, মাস্সা, হাদাদ, তেমা, ৩১ যেটুর, নাফিশ ও কেদমা; এরা ইসমায়েলের
সন্তান।

৩২ আব্রাহামের উপপত্নী কেটুরার গর্ভজাত সন্তানেরা : জিম্রান, যক্সান, মেদান, মিদিয়ান, ইস্‌বাক
ও শুয়াহ্; যক্সানের সন্তানেরা : সেবা ও দেদান; ৩৩ মিদিয়ানের সন্তানেরা : এফা, এফের, হানোক,
আবিদা ও এল্দায়া; এঁরা সকলে কেটুরার সন্তান।

৩৪ আব্রাহাম ইসায়াকের পিতা। ইসায়াকের সন্তানেরা: এসৌ ও ইস্রায়েল। ৩৫ এসৌয়ের
সন্তানেরা: এলিফাজ, রেউয়েল, যেয়ুশ, যালাম ও কোরাহ্। ৩৬ এলিফাজের সন্তানেরা: তেমান,
ওমার, জেফো, গাতাম, কেনাজ, তিম্না ও আমালেক। ৩৭ রেইয়েলের সন্তানেরা: নাহাৎ, জেরাহ্,
শাম্মা ও মিজ্জা। ৩৮ সেইরের সন্তানেরা: লোটান, শোবাল, জিবেয়োন, আনা, দিসোন, এৎসের ও
দিসান। ৩৯ লোটানের সন্তানেরা: হোরী ও হোমাম, এবং তিম্না ছিল লোটানের বোন। ৪০ শোবালের
সন্তানেরা: আলিয়ান, মানাহাৎ, এবাল, শেফো ও ওনাম। জিবেয়োনের সন্তানেরা: আয়া ও আনা।
৪১ আনার সন্তান দিসোন। দিসোনের সন্তানেরা: হেম্দান, এসবান, ইত্রান ও কেরান। ৪২ এৎসেরের
সন্তানেরা: বিল্হান, জায়াবান ও আকান। দিসানের সন্তানেরা: উজ ও আরান।

৪৩ ইস্রায়েল সন্তানদের উপরে কোন রাজা রাজত্ব করার আগে এঁরাই এদোম দেশের রাজা
ছিলেন: বেয়োরের সন্তান বেলা, তাঁর রাজধানীর নাম দিন্হাবা। ৪৪ বেলার মৃত্যুর পরে তাঁর পদে
বস্রা-নিবাসী জেরাহ্‌র সন্তান যোবাব রাজত্ব করেন। ৪৫ যোবাবের মৃত্যুর পরে তেমান দেশীয় হুসাম
তাঁর পদে রাজত্ব করেন। ৪৬ হুসামের মৃত্যুর পরে বেদাদের সন্তান যে হাদাদ মোয়াব-মাঠে
মিদিয়ানকে আঘাত করেছিলেন, তিনি তাঁর পদে রাজত্ব করেন; তাঁর রাজধানীর নাম আবিৎ। ৪৭
হাদাদের মৃত্যুর পরে মাস্রেকা-নিবাসী সাম্লা তাঁর পদে রাজত্ব করেন। ৪৮ সাম্লার মৃত্যুর পরে
রেহোবোৎ-নাহার-নিবাসী সৌল তাঁর পদে রাজত্ব করেন। ৪৯ সৌলের মৃত্যুর পরে আকবোরের
সন্তান বায়াল-হানান তাঁর পদে রাজত্ব করেন। ৫০ বায়াল-হানানের মৃত্যুর পরে হাদাদ তাঁর পদে
রাজত্ব করেন; তাঁর রাজধানীর নাম পাউ, ও তাঁর স্ত্রীর নাম মেহেটাবেল: তিনি মাট্রেদের কন্যা ও
মে-জাহাবের দৌহিত্রী। ৫১ পরে হাদাদেরও মৃত্যু হয়।

এদোমের দলপতিদের নাম: দলপতি তিম্না, দলপতি আল্‌বাহ্, দলপতি যেথেৎ, ৫২ দলপতি
অহলিবামা, দলপতি এলাহ্, দলপতি পিনোন, ৫৩ দলপতি কেনাজ, দলপতি তেমান, দলপতি
মিব্সার, ৫৪ দলপতি মাগ্দিয়েল ও দলপতি ইরাম। এঁরাই এদোমের দলপতি।

যুদা-বংশ

২ ইস্রায়েলের সন্তানেরা এই: রূবেন, সিমেয়োন, লেবি, যুদা, ইসাখার, জাবুলোন, ২ দান, যোসেফ,
বেঞ্জামিন, নেফ্তালি, গাদ ও আসের।

৩ যুদার সন্তানেরা: এর, ওনান ও সেলা; তাঁর এই তিন সন্তান শুয়ার মেয়ে কানানীয়া একটি
স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্ম নেয়। যুদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর প্রভুর দৃষ্টিতে দুষ্ট হওয়ায় প্রভু তার মৃত্যু
ঘটালেন। ৪ যুদার পুত্রবধূ তামার তাঁর ঘরে পেরেস ও জেরাহ্-কে প্রসব করল; সবসমেত যুদার
পাঁচ সন্তান।

৫ পেরেসের সন্তানেরা: হেস্রোন ও হামুল।

৬ জেরাহ্‌র সন্তানেরা: জিম্রি, এথান, হেমান, কাল্কোল ও দারা; সবসমেত পাঁচজন।

৭ কার্মির সন্তান আখার; এই আখার বিনাশ-মানতের ব্যাপারে অবিশ্বস্ততা দেখিয়ে ইস্রায়েলের
দুর্দশা ঘটিয়েছিল। ৮ এথানের সন্তান আজারিয়া। ৯ হেস্রোনের ঔরসজাত সন্তান যেরাহমেল, রাম ও
কেলুবায়।

১০ রাম আম্মিনাদাবের পিতা, ও আম্মিনাদাব যুদা-সন্তানদের কুলপতি নাহসোনের পিতা। ১১
নাহসোন সালমোনের পিতা; সালমোন বোয়াজের পিতা; ১২ বোয়াজ ওবেদের পিতা; ওবেদ
যেসের পিতা।

১৩ যেসের জ্যেষ্ঠ পুত্র এলিয়াব, দ্বিতীয় আবিনাদাব, তৃতীয় শিমেয়া, ১৪ চতুর্থ নেথানেয়েল, পঞ্চম
রাদ্দাই, ১৫ ষষ্ঠ ওৎসেম, সপ্তম দাউদ। ১৬ তাঁদের বোনেরা সেরুইয়া ও আবিগাইল। সেরুইয়ার
সন্তানেরা: আবিশাই, যোয়াব ও আসাহেল: তিনজন; ১৭ আবিগাইলের সন্তান আমাসা; সেই
আমাসার পিতা ইসমায়েলীয় যেথের।

১৮ হেস্রোনের সন্তান কালেব তাঁর স্ত্রী আজুবার গর্ভজাত কয়েকটি সন্তানের পিতা হলেন, তিনি
যেরিয়োতেরও পিতা হলেন। আজুবার সন্তানেরা এই: যেশের, শোবাব ও আর্দোন। ১৯ আসুবার
মৃত্যুর পরে কালেব এফ্রাৎকে বিবাহ করেন, তিনি তাঁর ঘরে হুরকে প্রসব করেন। ২০ হুর উরির
পিতা; উরি বেজালেলের পিতা।

২১ পরে হেস্রোন গিলেয়াদের পিতা মাখিরের কন্যার কাছে গেল, ষাট বছর বয়সে সে তাকে বিবাহ
করল, আর সেই স্ত্রী তার ঘরে সেগুবকে প্রসব করল। ২২ সেগুব যায়িরের পিতা, গিলেয়াদ দেশে এই
যায়িরের তেইশটি গ্রাম ছিল। ২৩ গেশুর ও আরাম তাদের হাত থেকে যায়িরের শিবিরগুলো কেড়ে
নিল, আর সেইসঙ্গে কেড়ে নিল কেনাৎ ও তার উপনগরগুলো, অর্থাৎ ষাটটি শহর। এরা সকলে
গিলেয়াদের পিতা মাখিরের সন্তান। ২৪ হেস্রোনের মৃত্যুর পরে কালেব তাঁর পিতা হেস্রোনের স্ত্রী
এফ্রাথাকে বিবাহ করেন, আর তিনি তাঁর ঘরে তেকোয়ার পিতা আস্হুরকে প্রসব করেন।

২৫ হেস্রোনের জ্যেষ্ঠ পুত্র যেরাহমেলের সন্তানেরা এই: জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম; পরে বুনা, ওরেন,
ওৎসেম ও আহিয়া। ২৬ যেরাহমেলের অন্য আটারা এক স্ত্রী ছিল; সে ওনামের মাতা।

২৭ যেরাহমেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের সন্তানেরা: মায়াস, যামিন ও একের।

২৮ ওনামের সন্তানেরা: শাম্মাই ও যাদা। শাম্মাইয়ের সন্তানেরা: নাদাব ও আবিসুর। ২৯ আবিসুরের
স্ত্রীর নাম আবিহাইল; সে তার ঘরে আহ্বান ও মোলিদকে প্রসব করল। ৩০ নাদাবের সন্তানেরা:
সেলেদ ও আপ্পাইম; সেলেদ নিঃসন্তান হয়ে মরল। ৩১ আপ্পাইমের সন্তান ইসেই, ও ইসেইয়ের
সন্তান শেশান, ও শেশানের সন্তান আহ্লাই। ৩২ শাম্মাইয়ের ভাই যাদার সন্তানেরা: যেথের ও
যোনাথান; যেথের নিঃসন্তান হয়ে মরল। ৩৩ যোনাথানের সন্তানেরা: পেলেৎ ও জাজা। এরা
যেরাহমেলের সন্তানেরা।

৩৪ শেশানের কোন পুত্রসন্তান হল না, কেবল কন্যাই হল, আর শেশানের এক মিশরীয় দাস ছিল
যার নাম যার্হা। ৩৫ শেশান তার দাস যার্হার সঙ্গে তার আপন কন্যার বিবাহ দিল, আর সে তার ঘরে
আত্তাইকে প্রসব করল। ৩৬ আত্তাই নাথানের পিতা, নাথান জাবাদের পিতা, ৩৭ জাবাদ এফ্লালের
পিতা, এফ্লাল ওবেদের পিতা, ৩৮ ওবেদ যেহুর পিতা, যেহু আজারিয়ার পিতা, ৩৯ আজারিয়া
হেলেসের পিতা, হেলেস এলেয়াসার পিতা, ৪০ এলেয়াসা সিস্‌মাইয়ের পিতা, সিস্‌মাই শাল্লুমের
পিতা, ৪১ শাল্লুম যেকামিয়ার পিতা, ও যেকামিয়া এলিসামার পিতা।

৪২ যেরাহমেলের ভাই কালেবের সন্তানেরা: তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মেশা, সে জিফের পিতা; মারেসার
সন্তান ছিল হেব্রোনের পিতা।

[৪৩] হেব্রোনের সন্তানেরা: কোরাহ্, তাপ্পুয়াহ্, রেকেম ও শামা। [৪৪] শামা রাহামের পিতা, এই রাহাম
যর্কেয়ামের পিতা; রেকেম শাম্মাইয়ের পিতা। [৪৫] শাম্মাইয়ের সন্তান মায়োন, এই মায়োন
বেথ্-জুরের পিতা। [৪৬] কালেবের উপপত্নী এফা হারান, মোৎসা ও গাজেজকে প্রসব করল; হারান
গাজেজের পিতা।

[৪৭] যাহদাইয়ের সন্তানেরা: রেগেম, যোথাম, গেসান, পেলেট, এফা ও শায়াফ। [৪৮] কালেবের
উপপত্নী মায়াখা শেবের ও তির্হানাকে প্রসব করল। [৪৯] আরও সে মাদ্মান্নার পিতা শায়াফকে এবং
মাকবেনার ও গাবায়ার পিতা শেবাকে প্রসব করল। কালেবের কন্যার নাম আক্সা। [৫০] এরা কালেবের
সন্তানেরা।

এফ্রাথার জ্যেষ্ঠ পুত্র বেন্-হুর, কিরিয়াৎ-যেয়ারিমের পিতা শোবাল, [৫১] বেথলেহেমের পিতা
সাল্মা, বেথ্-গাদেরের পিতা হারেফ। [৫২] কিরিয়াৎ-যেয়ারিমের পিতা শোবালের সন্তানেরা:
হারোয়েহ্, অর্থাৎ মানাহতীয়দের অর্ধেক অংশ। [৫৩] কিরিয়াৎ-যেয়ারিমের গোত্রগুলি: যেথের, পুথ,
সুমা ও মাস্রার গোত্র; এদের থেকে জরাথীয় ও এষ্টায়োলীয়দের উৎপত্তি।

[৫৪] সাল্মার সন্তানেরা: বেথলেহেম, নেটোফাতীয়েরা, আটারোৎ-বেথ্-যোয়াব, মানাহতীয়দের
অর্ধেক অংশ ও জরাথীয়েরা। [৫৫] যাবেস-নিবাসী শফ্রীয় গোত্রগুলি: তিরেয়াথীয়েরা, শিমেয়াথীয়েরা
ও সুখাথীয়েরা। এরা কেনীয় গোত্র, রেখাবকুলের পিতা হাম্মাতের বংশজাত।

৩ এরা দাউদের সন্তানেরা, হেব্রোনে যাদের জন্ম: জ্যেষ্ঠ পুত্র আম্নোন, সে যেস্রেয়েলীয়া
আহিনোয়ামের গর্ভজাত; দ্বিতীয় দানিয়েল, সে কার্মেলীয়া আবিগাইলের গর্ভজাত; [২] তৃতীয়
আবশালোম, সে গেশুরের তাল্মাই রাজার কন্যা মায়াখার গর্ভজাত; চতুর্থ আদোনিয়া, সে হাগিতের
গর্ভজাত; [৩] পঞ্চম শেফাটিয়া, সে আবিটালের গর্ভজাত; ষষ্ঠ ইত্রেয়াম, সে তাঁর স্ত্রী এগ্লার গর্ভজাত।
[৪] হেব্রোনে তাঁর ছয় সন্তানের জন্ম হয়, দাউদ সেখানে সাত বছর ছয় মাস রাজত্ব করেন, পরে
যেরুসালেমে তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন।

[৫] তাঁর এই সকল সন্তান যেরুসালেমে জন্ম নেয়: শিমেয়া, শোবাব, নাথান ও সলোমন; এই
চারজন আম্মিয়েলের কন্যা বেথশেবার সন্তান; [৬] উপরন্তু ছিল ইব্হার, এলিসুয়া, এলিফেলেট, [৭]
নোগা, নেফেগ, যাফিয়া, [৮] এলিসামা, এলিয়াদা ও এলিফেলেট, এই ন'জন। [৯] এরা সকলে দাউদের
সন্তান, এরা বাদে উপপত্নীদের সন্তানেরাও ছিল। তামার ছিল এদের বোন।

[১০] সলোমনের সন্তানেরা: রেহোবোয়াম, তাঁর সন্তান আবিয়া, তাঁর সন্তান আসা, তাঁর সন্তান
যোসাফাৎ, [১১] তাঁর সন্তান যোরাম, তাঁর সন্তান আহাজিয়া, তাঁর সন্তান যোয়াশ, [১২] তাঁর সন্তান
আমাজিয়া, তাঁর সন্তান আজারিয়া, তাঁর সন্তান যোথাম, [১৩] তাঁর সন্তান আহাজ, তাঁর সন্তান
হেজেকিয়া, তাঁর সন্তান মানাসে, [১৪] তাঁর সন্তান আমোন, তাঁর সন্তান যোসিয়া। [১৫] যোসিয়ার
সন্তানেরা: জ্যেষ্ঠ পুত্র যোহানান, দ্বিতীয় যেহোইয়াকিম, তৃতীয় সেদেকিয়া, চতুর্থ শাল্লুম। [১৬]
যেহোইয়াকিমের সন্তান যেকোনিয়া, যেকোনিয়ার সন্তান সেদেকিয়া।

[১৭] বন্দি যেকোনিয়ার সন্তানেরা: শেয়াল্টিয়েল, [১৮] মাল্কিরাম, পেদাইয়া, শেনেয়াসার, যেকামিয়া,
হোসামা ও নেদাবিয়া। [১৯] পেদাইয়ার সন্তানেরা: জেরুব্বাবেল ও শিমেই। জেরুব্বাবেলের

সন্তানেরা: মেশুল্লাম ও হানানিয়া, আর শেলোমিৎ তাদের বোন। ২০ মেশুল্লামের সন্তানেরা: হাশুবা,
ওহেল, বেরেখিয়া, হাসাদিয়া ও যুসাব-হেসেদ, পাঁচজন। ২১ হানানিয়ার সন্তানেরা: পেলাটিয়া, তাঁর
সন্তান যেসাইয়া, তাঁর সন্তান রেফাইয়া, তাঁর সন্তান আর্নান, তাঁর সন্তান ওবাদিয়া, তাঁর সন্তান
শেখানিয়া। ২২ শেখানিয়ার সন্তানেরা: শেমাইয়া, হাটুশ, ইগাল, বারিয়াহ্, নেয়ারিয়া, শাফাট,
ছ'জন। ২৩ নেয়ারিয়ার সন্তানেরা: এলিওয়েনাই, হেজেকিয়া ও আজ্রিকাম, এই তিনজন। ২৪
এলিওয়েনাইয়ের সন্তানেরা: হোদাবিয়া, এলিয়াসিব, পেলাইয়া, আক্কুব, যোহানান, দেলাইয়া ও
আনানি, সাতজন।

৪ যুদার সন্তানেরা: পেরেস, হেস্রোন, কার্মি, হুর ও শোবাল। ২ শোবালের সন্তান রেয়াইয়া যাহাতের
পিতা, যাহাৎ আহুমাই ও লাহাদের পিতা। এই সকল জরাথীয় গোত্র।
৩ এটামের পিতার সন্তানেরা এ এ: যেস্রেয়েল, ইসমা, ইদ্‌বাস; এদের বোনের নাম
আজ্জেলপ্পোনি। ৪ গেদোরের পিতা পেনুয়েল, ও হুসার পিতা এজের। এরা বেথলেহেমের পিতা
এফ্রাথার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুরের সন্তান।
৫ তেকোয়ার পিতা আস্হুরের দুই স্ত্রী ছিল: হেলেয়া ও নায়ারা। ৬ নায়ারা তার ঘরে আহুজ্জাম,
হেফের, তেমানীয় ও আহাষ্টারীয়কে প্রসব করল। এরা সকলে নায়ারার সন্তান। ৭ হেলেয়ার
সন্তানেরা: সেরেৎ, জোহার, এৎনান ও কোস; ৮ এই কোস আনুব, হাৎসোবেবা, ও হারুমের সন্তান
আহার্হেলের গোত্রগুলোর পিতা। ৯ যাবেস তাঁর ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ছিলেন; তাঁর মা তাঁর
নাম যাবেস রেখে বলেছিলেন, 'আমি তো দুঃখেই প্রসব করলাম।' ১০ যাবেস এই বলে ইস্রায়েলের
পরমেশ্বরকে ডাকলেন, 'আহা, সত্যিই আমাকে আশীর্বাদ কর, সত্যিই আমার অধিকার বাড়িয়ে
দাও, তোমার হাত সত্যিই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুক, তুমি সত্যিই অনিষ্ট থেকে আমাকে দূরে রাখ
যেন আমাকে দুঃখ না পেতে হয়!' তিনি যা যাচনা করলেন, পরমেশ্বর তা তাঁকে মঞ্জুর করলেন।
১১ শুহার ভাই কেলুব মেহিরের পিতা, এই মেহির এষ্টোনের পিতা। ১২ এষ্টোন বেথ্-রাফার,
পাসেয়াহর ও তেহিন্নার পিতা, এই তেহিন্না ইর-নাহাশের পিতা। এরা সকলে রেখার লোক।
১৩ কেনাজের সন্তানেরা: অৎনিয়েল ও সেরাইয়া; অৎনিয়েলের সন্তানেরা: হাথাৎ ও
মেয়োনোথাই; ১৪ মেয়োনোথাই অফ্রার পিতা; সেরাইয়া যোয়াবের পিতা, এই যোয়াব শিল্পকারদের
উপত্যকা-নিবাসীদের পিতা, কেননা তারা শিল্পকার ছিল।
১৫ যেফুন্নির সন্তান কালেবের সন্তানেরা: ইর, এলাহ্ ও নায়াম; এলাহ্‌র সন্তান কেনাজ; ১৬
যেহাল্লেলেলের সন্তানেরা জিফ, জিফা, তিরিয়া ও আসারেল।
১৭ এজরার সন্তানেরা: যেথের, মেরেদ, এফের ও যালোন; বিথিয়া মরিয়মকে, শাম্মাইকে ও
এষ্টেমোয়ার পিতা ইস্‌বাহ্‌কে প্রসব করল। ১৮ তাঁর ইহুদীয়া স্ত্রী গেদোরের পিতা যেরেদকে, সোখোর
পিতা হেবেরকে, ও জানোয়াহ্‌র পিতা যেকুথীয়েলকে প্রসব করলেন। তাঁরা ফারাওর কন্যা বিথিয়ার
সন্তান, যাঁকে মেরেদ বিবাহ করেছিলেন।
১৯ নাহামের বোন হোদিয়ার স্ত্রীর সন্তান গার্মীয় কেইলার পিতা ও মায়াখাথীয় এষ্টেমোয়া।
২০ সিমোনের সন্তানেরা: আম্নোন, রিন্না, বেন্-হানান ও তিলোন। ইসেইয়ের সন্তানেরা: জোহেৎ
ও বেন্-জোহেৎ।

২১ যুদার সন্তান সেলার সন্তানেরা: লেকার পিতা এর, ও মারেসার পিতা লাদা, এবং
বেথ্‌-আসবেয়া-নিবাসী যে লোকেরা ক্ষোম-সুতো বুনত, তাদের সকল গোষ্ঠী, ২২ যোকিম ও
কোজেবার লোক এবং যোয়াশ ও সারাফ নামে মোয়াবের সেই দুই শাসনকর্তা, যাঁরা একসময়
বেথলেহেমে ফিরলেন। কিন্তু এ খুবই পুরাতন কথা। ২৩ তারা কুমোর ছিল, এবং নেটাইমে ও
গেদেরায় বাস করত; তারা রাজার জন্য কাজ করত ও তাঁর কাছে বাস করত।

সিমেয়োন-বংশ

২৪ সিমেয়োনের সন্তানেরা: নেমুয়েল, যামিন, যারিব, জেরাহ্‌ ও সৌল; ২৫ এই সৌলের সন্তান
শাল্লুম, তাঁর সন্তান মিব্সাম, তাঁর সন্তান মিশ্‌মা। ২৬ মিশ্‌মার সন্তান হাম্মুয়েল, হাম্মুয়েলের সন্তান
জাক্কুর, ও তাঁর সন্তান শিমেই।
২৭ শিমেইয়ের ষোল পুত্রসন্তান ও ছয় কন্যা হল, কিন্তু তার ভাইদের অনেক সন্তান হল না, এবং
তাদের সমস্ত গোত্রের সংখ্যা যুদা-সন্তানদের মত বৃদ্ধি পেল না।
২৮ তারা তাদের পশুপালের জন্য চারণভূমির খোঁজে বের্শেবায়, মোলাদায়, হাৎসার-শুয়ালে, ২৯
বিলায়, এৎসেমে, তোলাদে, ৩০ বেথুয়েলে, হর্মায়, সিক্লাগে, ৩১ বেথ্‌-মার্কাবোটে, হাৎসার-সুসিমে,
বেথ্‌-বিরেইতে ও শায়ারাইমে বসতি স্থাপন করল; দাউদের রাজত্বকাল পর্যন্ত তাদের এই সকল
শহর ছিল। ৩২ তাদের গ্রাম ছিল এটাম, আইন, রিম্মোন, তোখেন ও আসান: পাঁচটি শহর ৩৩ এবং
বায়াল পর্যন্ত ওই শহরগুলোর চারদিকের সমস্ত গ্রাম। এ ছিল তাদের বসবাসের স্থান; তারা তাদের
নিজেদের বংশতালিকা-পত্র রাখত।
৩৪ মেসোবাব, যাম্লেক, আমাজিয়ার সন্তান যোশা, ৩৫ যোয়েল, এবং আসিয়েলের প্রপৌত্র
সেরাইয়ার পৌত্র যোসিবিয়ার সন্তান যেহু, ৩৬ এলিওয়েনাই, যাকোবা, যেসোহাইয়া, আসাইয়া,
আদিয়েল, যেসিমিয়েল, বেনাইয়া, ৩৭ এবং শেমাইয়ার সন্তান সিম্রি: সিম্রি ছিল যেদাইয়ার সন্তান,
যেদাইয়া আলোনের সন্তান, আলোন শিফেইয়ের সন্তান, শিফেই জিজার সন্তান। ৩৮ নিজ নিজ নামে
উল্লিখিত এই লোকেরা যে যার গোত্রপতি ছিল, এবং এদের সকল পিতৃকুল যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল।
৩৯ তারা তাদের পশুপালের জন্য চারণভূমির খোঁজে গেদোরের প্রবেশস্থানে উপত্যকার পুবপাশ
পর্যন্ত গেল। ৪০ তারা উর্বর ও উত্তম চারণভূমি পেল; আর দেশটি ছিল প্রশস্ত, প্রশান্ত ও নির্বিরোধ।
আগে সেখানে হাম বংশীয়েরা বাস করত। ৪১ কিন্তু যুদা-রাজ হেজেকিয়ার সময়ে নিজ নিজ নামে
উল্লিখিত ওই লোকেরা গিয়ে সেই লোকদের তাঁবু ও সেখানে থাকা মেয়ুনীয়দের আক্রমণ করে
ছত্রভঙ্গ করল; ওদের এমন বিনাশ-মানতের বস্তু করল, যা আজ পর্যন্তই বলবৎ; পরে নিজেরা
ওদের জায়গা দখল করল, কেননা জায়গাটি পশুপালের জন্য ছিল উর্বর চারণভূমি।
৪২ তাদের কয়েকটি লোক, অর্থাৎ সিমেয়োন-সন্তানদের মধ্যে পাঁচশ’ লোক ইসেইয়ের সন্তান
পেলাটিয়া, নেয়ারিয়া, রেফাইয়া ও উজ্জিয়েলকে দলনেতা করে সেইর পর্বতমালায় গেল, ৪৩ আর
আমালেকীয়দের যে লোকেরা রেহাই পেয়েছিল, তাদের পরাজিত করে সেইখানে বসতি করল;
আজ পর্যন্তই সেখানে বাস করছে।

রূবেন, গাদ ও মানাসে-বংশ

৫ ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেনের সন্তানেরা। তিনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু পিতার শয্যা কলঙ্কিত

করেছিলেন বিধায় তাঁর জ্যেষ্ঠাধিকার ইস্রায়েলের পুত্র যোসেফের সন্তানদের দেওয়া হল। তবু
বংশতালিকায় জ্যেষ্ঠাধিকার বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই, ২ কেননা যুদা তার ভাইদের মধ্যে প্রাধান্য
লাভ করল, যেহেতু যুদা-গোষ্ঠী থেকেই জননায়কের উদ্ভব হল; কিন্তু তবুও জ্যেষ্ঠাধিকার
যোসেফেরই।
৩ ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেনের সন্তানেরা: হানোক, পাল্লু, হেস্রোন ও কার্মি।
৪ যোয়েলের সন্তানেরা: শেমাইয়া, তার সন্তান গোগ, তার সন্তান শিমেই, ৫ তার সন্তান মিখা,
তার সন্তান রেয়াইয়া, তার সন্তান বায়াল, ৬ তার সন্তান বেয়েরা; এই বেয়েরাকে আসিরিয়া-রাজ
তিগ্লাৎ-পিলেজার দেশছাড়া করে নিয়ে গেলেন; তিনি রূবেনীয়দের অধ্যক্ষ ছিলেন। ৭ নিজ নিজ
গোত্র অনুসারে—যেভাবে তারা বংশতালিকায় উল্লিখিত—তাঁর ভাইয়েরা এই: প্রধান যেইয়েল,
পরে জাখারিয়া ৮ ও যোয়েলের প্রপৌত্র শেমার পৌত্র আজাজের সন্তান বেলা; তাঁর এলাকা
আরোয়েরের নেবো ও বায়াল-মেয়োন পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ৯ পুবদিকে তার বসতি ইউফ্রেটিস নদী
থেকে প্রান্তরের প্রবেশস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কেননা গিলেয়াদে তাদের পশুপাল বহু ছিল। ১০
সৌলের সময়ে তারা আগারীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, এবং এরা তাদের হাতে পড়লে তারা এদের
তাঁবুতে গিলেয়াদের পুবদিকে সর্বত্রই বসতি করল।
১১ গাদ-সন্তানেরা তাদের সামনাসামনি হয়ে সাল্খা পর্যন্ত বাশান দেশে বাস করত। ১২ প্রধান
যোয়েল, শাফাম দ্বিতীয়, পরে যানাই ও শাফাট, এরা বাশানে থাকত। ১৩ তাদের পিতৃকুলজাত
আত্মীয় মিখায়েল, মেশুল্লাম, শেবা, যোরাই, যাকান, জিয়া ও এবের: সাতজন। ১৪ এরা ছিল
আবিহাইলের সন্তান: আবিহাইল ছিল হুরির সন্তান, হুরি যারোয়াহ্‌র সন্তান, যারোয়াহ্ গিলেয়াদের
সন্তান, গিলেয়াদ মিখায়েলের সন্তান, মিখায়েল যেশিসাইয়ের সন্তান, যেশিসাই যাহ্দোর সন্তান,
যাহ্দো বুজের সন্তান। ১৫ গুনির পৌত্র আব্দিয়েলের সন্তান আহি ছিল তাদের পিতৃকুলের প্রধান। ১৬
তারা গিলেয়াদে, বাশানে, সেখানকার উপনগরগুলোতে ও সীমানা পর্যন্ত শারোনের সমস্ত
চারণভূমিতে বাস করত। ১৭ যুদা-রাজ যোথামের ও ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সময়ে তারা
সকলে বংশতালিকায় তালিকাভুক্ত হয়েছিল।
১৮ রূবেন-সন্তানদের, গাদীয়দের ও মানাসের অর্ধেক বংশের ছিল চুয়াল্লিশ হাজার সাতশ' ষাটজন
পুরুষ যারা যুদ্ধযাত্রার জন্য তৈরী: যুদ্ধে এমন নিপুণ বীরপুরুষ, যারা ঢাল ও খড়্গ চালাতে ও ধনুক
ব্যবহার করতে সমর্থ। ১৯ তারা আগারীয়দের বিরুদ্ধে ও যেটুর, নাফিশ ও নোদাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করল। ২০ তাদের বিরুদ্ধে তেমন যুদ্ধে তারা সাহায্য পেল, পরমেশ্বরই তাদের হাতে সেই
আগারীয়দের ও তাদের সঙ্গী সমস্ত লোককে তুলে দিলেন, কেননা তারা সংগ্রামে তাঁর কাছে
হাহাকার করল, আর তিনি তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিলেন, যেহেতু তারা তাঁর উপরে ভরসা রাখল।
২১ তারা ওদের পশুধন, অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার উট, আড়াই লক্ষ মেষ, দু'হাজার গাধা কেড়ে নিল;
তাছাড়া এক লক্ষ মানুষকেও বন্দি করে নিল, ২২ আবার অনেকে মারা পড়ল, কেননা ওই যুদ্ধ
পরমেশ্বরেরই অভিপ্রায় অনুসারে হয়েছিল। নির্বাসনকাল পর্যন্ত তারা সেই এলাকায় বাস করল।
২৩ মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীর সন্তানেরা বহুসংখ্যক ছিল; তারা বাশান থেকে বায়াল-হার্মোন,
সেনির ও হার্মোন পর্যন্ত এমন এলাকায়ই বাস করত।
২৪ তাদের পিতৃকুলপতিরা এঁরা: এফের, ইসেই, এলিয়েল, আজ্রিয়েল, যেরেমিয়া, হোদাবিয়া ও

যাহদিয়েল: এঁরা সকলে ছিলেন বীর ও বিখ্যাত পুরুষ, নিজ নিজ পিতৃকুলের পতি। ২৫ কিন্তু তারা
তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত হল, এবং পরমেশ্বর তাদের সামনে সেদেশের যে
জাতিগুলিকে বিনাশ করেছিলেন, তারা তাদের দেবতাদের অনুগমন করায় ব্যভিচারী হল। ২৬ তাই
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর আসিরিয়া-রাজ পুলের মন অর্থাৎ আসিরিয়া-রাজ তিগ্লাৎ-পিলেজারের মন
উত্তেজিত করলেন, আর তিনি তাদের, অর্থাৎ রূবেনীয়দের ও গাদীয়দের এবং মানাসের অর্ধেক
গোষ্ঠীকে দেশছাড়া করে নিয়ে গেলেন; তিনি হালাহে, হাবোরে, হারাতে ও গোজানের নদীর ধারে
তাদের নিয়ে গেলেন; আর তারা আজ পর্যন্ত সেখানে আছে।

লেবি-বংশ

২৭ লেবির সন্তানেরা: গের্শোন, কেহাৎ ও মেরারি। ২৮ কেহাতের সন্তানেরা: আম্রাম, ইস্হার,
হেব্রোন ও উজ্জিয়েল। ২৯ আম্রামের সন্তানেরা: আরোন, মোশী ও মিরিয়ম। আরোনের সন্তানেরা:
নাদাব, আবিহু, এলেয়াজার ও ইথামার। ৩০ এলেয়াজার ফিনেয়াসের পিতা, ফিনেয়াস আবিসুয়ার
পিতা, ৩১ আবিসুয়া বুক্কির পিতা, বুক্কি উজ্জির পিতা, ৩২ উজ্জি জেরাহিয়ার পিতা, জেরাহিয়া
মেরাইওতের পিতা, ৩৩ মেরাইওৎ আমারিয়ার পিতা, আমারিয়া আহিটুবের পিতা, ৩৪ আহিটুব
সাদোকের পিতা, সাদোক আহিমায়াজের পিতা, ৩৫ আহিমায়াজ আজারিয়ার পিতা, আজারিয়া
যোহানানের পিতা, ৩৬ যোহানান আজারিয়ার পিতা, এই আজারিয়া যেরুসালেমে সলোমনের গেঁথে
তোলা গৃহে যাজক ছিলেন। ৩৭ আজারিয়া আমারিয়ার পিতা, আমারিয়া আহিটুবের পিতা, ৩৮ আহিটুব
সাদোকের পিতা, সাদোক শাল্লুমের পিতা, ৩৯ শাল্লুম হিল্কিয়ার পিতা, হিল্কিয়া আজারিয়ার পিতা, ৪০
আজারিয়া সেরাইয়ার পিতা, সেরাইয়া যেহোসাদাকের পিতা। ৪১ যে সময়ে প্রভু নেবুকাদ্নেজারের
হাত দ্বারা যুদা ও যেরুসালেমের লোকদের দেশছাড়া করলেন, সেসময়ে এই যেহোসাদাক
নির্বাসনের দেশে গেলেন।

৬ লেবির সন্তানেরা: গের্শোন, কেহাৎ ও মেরারি। ২ গের্শোনের সন্তানদের নাম এই: লিব্নি ও
শিমেই। ৩ কেহাতের সন্তানেরা: আম্রাম, ইস্হার, হেব্রোন ও উজ্জিয়েল। ৪ মেরারির সন্তানেরা: মাহ্লি
ও মুশি। নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে এরাই লেবীয়দের গোত্র।

৫ গের্শোনের সন্তানেরা: তাঁর সন্তান লিব্নি, তাঁর সন্তান যাহাৎ, তাঁর সন্তান জিম্মা, ৬ তাঁর সন্তান
যোয়াহ্, তাঁর সন্তান ইদ্দো, তাঁর সন্তান জেরাহ্, তাঁর সন্তান যেয়োত্রাই।

৭ কেহাতের সন্তানেরা: আম্মিনাদাব, তাঁর সন্তান কোরাহ্, তাঁর সন্তান আস্সির, ৮ তাঁর সন্তান
এল্কানা, তাঁর সন্তান এবিয়াসাফ, তাঁর সন্তান আস্সির, ৯ তাঁর সন্তান তাহাৎ, তাঁর সন্তান উরিয়েল,
তাঁর সন্তান উজ্জিয়া, তাঁর সন্তান সৌল। ১০ এল্কানার সন্তানেরা: আমাসাই ও আহিমোৎ, ১১ তাঁর
সন্তান এল্কানা, তাঁর সন্তান সুফাই, তাঁর সন্তান নাহাৎ, ১২ তাঁর সন্তান এলিয়াব, তাঁর সন্তান
যেরোহাম, তাঁর সন্তান এল্কানা। ১৩ সামুয়েলের সন্তানেরা: জ্যেষ্ঠ পুত্র যোয়েল ও দ্বিতীয় আবিয়া।

১৪ মেরারির সন্তানেরা: মাহ্লি, তাঁর সন্তান লিব্নি, তাঁর সন্তান শিমেই, তাঁর সন্তান উজ্জা, ১৫ তাঁর
সন্তান শিমেয়া, তাঁর সন্তান হাগিয়া, তাঁর সন্তান আসাইয়া।

১৬ মঞ্জুষা সেখানে বিশ্রামস্থান পাবার পর দাউদ প্রভুর গৃহে গান-পরিচালনায় যাঁদের নিযুক্ত
করলেন, তাঁরা এই এই। ১৭ সলোমন যেরুসালেমে গৃহ না গাঁথা পর্যন্ত তাঁরা সাক্ষাৎ-তাঁবুর আবাসের

সামনে গায়ক ভূমিকা অনুশীলন করলেন। পরিচর্যায় তাঁরা তাঁদের জন্য স্থির করা নিয়ম পালন
করতেন।
১৮ সেই নিযুক্ত লোকেরা ও তাঁদের সন্তানেরা এই; কেহাতীয়দের সন্তানদের মধ্যে: এমান গায়ক,
তিনি যোয়েলের সন্তান, যোয়েল সামুয়েলের সন্তান, ১৯ সামুয়েল এল্কানার সন্তান, এল্কানা
যেরোহামের সন্তান, যেরোহাম এলিয়েলের সন্তান, এলিয়েল তোয়াহ্‌র সন্তান, ২০ তোয়াহ্‌ সুফের
সন্তান, সুফ এল্কানার সন্তান, এল্কানা মাহাতের সন্তান, মাহাৎ আমাসাইয়ের সন্তান, ২১ আমাসাই
এল্কানার সন্তান, এল্কানা যোয়েলের সন্তান, যোয়েল আজারিয়ার সন্তান, আজারিয়া জেফানিয়ার
সন্তান, ২২ জেফানিয়া তাহাতের সন্তান, তাহাৎ আস্সিরের সন্তান, আস্সির এবিয়াসাফের সন্তান,
আবিয়াসাফ কোরাহ্‌র সন্তান, ২৩ কোরাহ্‌ ইস্‌হারের সন্তান, ইস্‌হার কেহাতের সন্তান, কেহাৎ লেবির
সন্তান, লেবি ইস্রায়েলের সন্তান।
২৪ হেমানের সহকারী ছিলেন আসাফ, তিনি তাঁর ডান পাশে দাঁড়াতেন; সেই আসাফ বেরেখিয়ার
সন্তান, বেরেখিয়া শিমেয়ার সন্তান, ২৫ শিমেয়া মিখায়েলের সন্তান, মিখায়েল বাসেয়ার সন্তান,
বাসেয়া মাল্কিয়ার সন্তান, ২৬ মাল্কিয়া এৎনির সন্তান, এৎনি জেরাহ্‌র সন্তান, জেরাহ্‌ আদাইয়ার
সন্তান, ২৭ আদাইয়া এথানের সন্তান, এথান জিম্মার সন্তান, জিম্মা শিমেইয়ের সন্তান, ২৮ শিমেই
যাহাতের সন্তান, যাহাৎ গের্শোনের সন্তান, গের্শোন লেবির সন্তান।
২৯ এঁদের সহকারী মেরারির সন্তানেরা এঁদের বাঁ পাশে দাঁড়াতেন: এথান, এথান কিশির সন্তান,
কিশি আব্দির সন্তান, আব্দি মাল্লুকের সন্তান, ৩০ মাল্লুক হাসাবিয়ার সন্তান, হাসাবিয়া আমাজিয়ার
সন্তান, আমাজিয়া হিল্কিয়ার সন্তান, ৩১ হিল্কিয়া আম্সির সন্তান, আম্সি বানির সন্তান, বানি সেমেরের
সন্তান, ৩২ সেমের মাহ্লির সন্তান, মাহ্লি মুশির সন্তান, মুশি মেরারির সন্তান, মেরারি লেবির সন্তান।
৩৩ তাঁদের সহকারী লেবীয়েরা পরমেশ্বরের গৃহে আবাসের সমস্ত সেবাকর্মের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
ছিলেন। ৩৪ আরোন ও তাঁর সন্তানেরা আহুতি-বেদি ও ধূপবেদির উপরে অর্ঘ্য নিবেদন করতেন,
পরমেশ্বরের দাস মোশীর সমস্ত আজ্ঞা অনুসারে পরম পবিত্রস্থানের সমস্ত সেবাকর্ম ও ইস্রায়েলের
পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করতেন।
৩৫ আরোনের সন্তানেরা এই: এলেয়াজার, তাঁর সন্তান ফিনেয়াস, তাঁর সন্তান আবিসুয়া, ৩৬ তাঁর
সন্তান বুক্কি, তাঁর সন্তান উজ্জি, তাঁর সন্তান জেরাহিয়া, ৩৭ তাঁর সন্তান মেরাইওৎ, তাঁর সন্তান
আমারিয়া, তাঁর সন্তান আহিটুব, ৩৮ তাঁর সন্তান সাদোক, তাঁর সন্তান আহিমায়াজ।
৩৯ তাঁদের এলাকার মধ্যে শিবির-সন্নিবেশ অনুসারে তাঁদের বাসস্থান এই এই: কেহাতীয়
গোত্রভুক্ত আরোন-সন্তানদের স্বত্বাধিকার এই, যেহেতু তাদেরই নামে প্রথম গুলি উঠল; ৪০ ফলে
যুদা-এলাকায় অবস্থিত হেব্রোন ও তার চারদিকের চারণভূমি তাঁদেরই দেওয়া হল; ৪১ কিন্তু সেই
শহরের যত মাঠ ও গ্রাম যেফুন্নির সন্তান কালেবকে দেওয়া হল। ৪২ আরোন-সন্তানদের কাছে
চারণভূমি সমেত নরঘাতকের আশ্রয়-নগর হেব্রোন দেওয়া হল; আবার দেওয়া হল চারণভূমি
সমেত লিব্না, চারণভূমি সমেত যাত্তির ও এস্টেমোয়া, ৪৩ চারণভূমি সমেত হিলেন, চারণভূমি সমেত
দেবির, ৪৪ চারণভূমি সমেত আসান, চারণভূমি সমেত বেথ্‌-শেমেশ, ৪৫ এবং বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর
এলাকা থেকে তাঁদের দেওয়া হল চারণভূমি সমেত গেবা, চারণভূমি সমেত আলেমেৎ, চারণভূমি
সমেত আনাথোৎ। চারণভূমি সমেত সবসুদ্ধ তেরোটি শহর।

৪৬ কেহাতের বাকি সন্তানদের কাছে, নিজ নিজ গোত্র অনুসারে, গুলিবাঁট ক্রমে এফ্রাইম গোষ্ঠীর
এলাকা থেকে ও দান গোষ্ঠীর ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীর এলাকা থেকে দশটি শহর দেওয়া হল।
৪৭ গের্শোন-সন্তানদের কাছে, নিজ নিজ গোত্র অনুসারে, গুলিবাঁট ক্রমে ইসাখার গোষ্ঠীর, আসের
গোষ্ঠীর, নেফ্তালি গোষ্ঠীর ও বাশানে অবস্থিত মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীর এলাকা থেকে তেরোটি শহর
দেওয়া হল। ৪৮ মেরারি-সন্তানদের কাছে নিজ নিজ গোত্র অনুসারে, গুলিবাঁট ক্রমে রুবেন গোষ্ঠীর,
গাদ গোষ্ঠীর ও জাবুলোন গোষ্ঠীর এলাকা থেকে বারোটি শহর দেওয়া হল।

৪৯ ইস্রায়েল সন্তানেরা এই সকল শহর ও সেগুলির চারণভূমি লেবীয়দের দিল। ৫০ তারা
যুদা-সন্তানদের গোষ্ঠীর, সিমেয়োন-সন্তানদের গোষ্ঠীর ও বেঞ্জামিন-সন্তানদের গোষ্ঠীর এলাকা
থেকে নিজ নিজ নামে উল্লিখিত এই সকল শহর তাদের দিল।

৫১ কেহাৎ-সন্তানদের কোন কোন গোত্রের কাছে এফ্রাইম গোষ্ঠীর এলাকা থেকে কয়েকটি শহর
দেওয়া হল। ৫২ নরঘাতকের আশ্রয়-নগর হিসাবে তারা তাদের দিল এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে
অবস্থিত সিখেম ও তার চারণভূমি এবং চারণভূমি সমেত গেজের, ৫৩ চারণভূমি সমেত যকমেয়াম,
চারণভূমি সমেত বেথ্-হোরোন, ৫৪ চারণভূমি সমেত আয়ালোন, চারণভূমি সমেত গাৎ-রিম্মোন ৫৫
এবং মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত আনের ও চারণভূমি সমেত
ইব্লেয়াম। উল্লিখিত শহরগুলো কেহাতের বাকি সন্তানদের গোত্রগুলোর জন্য ছিল।

৫৬ গের্শোনের সন্তানদের কাছে, নিজ নিজ গোত্র অনুসারে, তারা গুলিবাঁট ক্রমে মানাসের অর্ধেক
গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত বাশানে অবস্থিত গোলান এবং চারণভূমি সমেত আস্তারোৎ
দিল; ৫৭ তাছাড়া তারা তাদের দিল: ইসাখার গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত কেদেশ,
চারণভূমি সমেত দাবেরাৎ, ৫৮ চারণভূমি সমেত যার্মুৎ ও চারণভূমি সমেত আনেম; ৫৯ আসের
গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত মাসাল, চারণভূমি সমেত আব্দোন, ৬০ চারণভূমি সমেত
হুকোক ও চারণভূমি সমেত রেহোব; ৬১ নেফ্তালি গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত
গালিলেয়ায় অবস্থিত কেদেশ, চারণভূমি সমেত হাম্মোন ও চারণভূমি সমেত কিরিয়াথাইম।

৬২ মেরারি-সন্তানদের বাকি গোত্রগুলোকে জাবুলোন গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত
রিম্মোন ও তাবর দেওয়া হল; ৬৩ তাছাড়া তাদের দেওয়া হল যেরিখোর কাছে যর্দনের ওপারে,
অর্থাৎ যর্দনের পুবপারে রুবেন গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত প্রান্তরময় বেৎসের,
চারণভূমি সমেত যাহাসা, ৬৪ চারণভূমি সমেত কেদেমোৎ, চারণভূমি সমেত মেফায়াৎ; ৬৫ গাদ
গোষ্ঠীর এলাকা থেকে চারণভূমি সমেত গিলেয়াদে অবস্থিত রামোৎ, চারণভূমি সমেত মাহানাইম, ৬৬
চারণভূমি সমেত হেসবোন ও চারণভূমি সমেত যাসের।

অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর বংশধারা

৭ ইসাখারের সন্তানেরা: তোলা, পুয়া, যাশুব ও সিম্রোন; চারজন। ২ তোলার সন্তানেরা: উজ্জি,
রেফাইয়া, যেরিয়েল, যাহ্মাই, ইব্সাম, সামুয়েল; এঁরা তোলার পিতৃকুলপতি ও বীরপুরুষ।
দাউদের সময়ে তারা বংশতালিকা অনুসারে সংখ্যায় ছিল কুড়ি হাজার ছ'শো জন। ৩ উজ্জির সন্তান
ইজ্রাহিয়া; আর ইজ্রাহিয়ার সন্তানেরা: মিখায়েল, ওবাদিয়া, যোয়েল ও ইস্সিয়া; পাঁচজন, এঁরা
সকলে ছিলেন প্রধান লোক। ৪ স্ব স্ব পিতৃকুল ভিত্তিক লোকগণনা অনুসারে এঁদের সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে

ছিল যুদ্ধের জন্য সজ্জিত ছত্রিশ হাজার পুরুষ; আসলে তাদের অনেক স্ত্রী ও সন্তান ছিল। ৫
ইসাখারের সমস্ত গোত্রের মধ্যে তাদের ভাইয়েরা—সকলে বীরযোদ্ধা—সাতাশি হাজার ছিল।
৬ বেঞ্জামিনের সন্তানেরা: বেলা, বেখের, যেদিয়ায়েল; তিনজন। ৭ বেলার সন্তানেরা: এসবোন,
উজ্জি, উজ্জিয়েল, যেরিমোৎ, ইরি; এঁরা পিতৃকুলপতি ও বীরপুরুষ; তাদের মধ্যে তালিকাভুক্ত
লোক ছিল কুড়ি হাজার চৌত্রিশজন। ৮ বেখেরের সন্তানেরা: জেমিরা, যোয়াশ, এলিয়েজের,
এলিওয়েনাই, অম্রি, যেরেমোৎ, আবিয়া, আনাথোৎ ও আলেমেৎ; এঁরা সকলে বেখেরের সন্তান। ৯
স্ব স্ব পিতৃকুল ভিত্তিক বংশতালিকা অনুসারে তালিকাভুক্ত লোক ছিল কুড়ি হাজার দু'শো জন। ১০
যেদিয়ায়েলের সন্তান বিলান; বিলানের সন্তানেরা: যেয়ুশ, বেঞ্জামিন, এহুদ, কেনায়ানা, জেথান,
তার্সিস ও আহিসাহার। ১১ এঁরা সকলে যেদিয়ায়েলের সন্তান, নিজ নিজ পিতৃকুলের পতি ও
বীরপুরুষ ছিলেন; সৈন্যদলে যুদ্ধে যাওয়ার যোগ্য সতের হাজার দু'শো জন লোক।
১২ ইরের সন্তানেরা: সুপ্পিম ও হুপ্পিম; আহেরের সন্তান হুসিম।
১৩ নেফ্তালির সন্তানেরা: যাহৎসিয়েল, গুনি, যেসের ও শাল্লুম, এরা বিলার সন্তান।
১৪ মানাসের সন্তানেরা: আস্রিয়েল; তার আরামীয়া উপপত্নী একে প্রসব করল; সেই উপপত্নী
গিলেয়াদের পিতা মাখিরকেও প্রসব করল; ১৫ মাখির হুপ্পিমদের ও সুপ্পিমদের মধ্য থেকে স্ত্রীকে
নিল; তার বোনের নাম মায়াখা। তার দ্বিতীয়জনের নাম সেলোফ্হাদ, আর সেলোফ্হাদের কয়েকটি
কন্যা ছিল। ১৬ মাখিরের স্ত্রী মায়াখা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, তার নাম পেরেস রাখল, ও তার
ভাইয়ের নাম ছিল শেরেশ, এবং তার সন্তানদের নাম উলাম ও রেকেম। ১৭ উলামের সন্তান বেদান।
এরা সকলে মানাসের প্রপৌত্র, মাখিরের পৌত্র, গিলেয়াদের সন্তান। ১৮ তার বোন হাম্মোলেকেৎ
ইসেয়োদ, আবিয়েজের ও মাহ্লাকে প্রসব করল। ১৯ শেমিদার সন্তানেরা: আহিয়ান, সিখেম, লিক্হি
ও আনিয়াম।
২০ এফ্রাইমের সন্তানেরা: সুথেলাহ্, তার সন্তান বেরেদ, তার সন্তান তাহাৎ, তার সন্তান
এলেয়াদা, তার সন্তান তাহাৎ, ২১ তার সন্তান জাবাদ, তার সন্তান সুথেলাহ্; আরও, এজের ও
এলেয়াদ; গাতীয়েরা তাদের বধ করল, কেননা তারা ওদের পশু কেড়ে নেবার জন্য নেমে
এসেছিল। ২২ তাদের পিতা এফ্রাইম বহুদিন ধরে শোক করলেন, এবং তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে সান্ত্বনা
দিতে এলেন। ২৩ পরে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হলে তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে পুত্রসন্তান প্রসব করলেন;
এফ্রাইম তার নাম বেরিয়া রাখলেন, কেননা তাঁর স্ত্রী অমঙ্গলের দিনে ঘরে থেকেছিলেন। ২৪
এফ্রাইমের কন্যা শেয়েরা, এই শেয়েরা উচ্চতর ও নিম্নতর বেথ্-হোরোন ও উজেন-শেরা নির্মাণ
করালেন। ২৫ তাঁর আর একজন সন্তান রেফাহ্; এই রেফাহ্র সন্তান রেসেফ, রেসেফের সন্তান
তেলাহ্, তেলাহ্র সন্তান তাহান, ২৬ তাহানের সন্তান লাদান, লাদানের সন্তান আম্মিহুদ, আম্মিহুদের
সন্তান এলিসামা, ২৭ এলিসামার সন্তান নূন, নূনের সন্তান যোশুয়া।
২৮ এদের স্বত্বাধিকার ও বাসস্থান বেথেল ও তার উপনগরগুলো, এবং পুবদিকে নায়ারান ও
পশ্চিমদিকে গেজের ও তার উপনগরগুলো, সিখেম ও তার উপনগরগুলো, আইয়া ও তার
উপনগরগুলো পর্যন্ত। ২৯ মানাসের স্বত্বাধিকারে ছিল বেথ্-সেয়ান ও তার উপনগরগুলো, তানাখ ও
তার উপনগরগুলো, মেগিদ্দো ও তার উপনগরগুলো ও দোর ও তার উপনগরগুলো। এই সকল
স্থানে ইস্রায়েলের সন্তান যোসেফের সন্তানেরা বাস করত।

৩০ আসেরের সন্তানেরা: ইম্না, ইস্‌ভা, ইস্‌ভি, বেরিয়া ও তাদের বোন সেরাহ্‌। ৩১ বেরিয়ার
সন্তানেরা: হেবের ও বির্জাইতের পিতা মাল্কিয়েল। ৩২ হেবের ছিলেন যাফ্লেট, শোমের, হোথাম ও
এঁদের বোন শুয়ার পিতা। ৩৩ যাফ্লেটের সন্তানেরা: পাসাখ, বিমেয়াল ও আস্‌বাৎ; এরা যাফ্লেটের
সন্তান। ৩৪ তাঁর ভাই শেমেরের সন্তানেরা: রোগাহ্‌, হুব্বা ও আরাম। ৩৫ তাঁর ভাই হেলেমের
সন্তানেরা: সোফাহ্‌, ইম্না, শেলেশ ও আমাল। ৩৬ সোফাহ্‌র সন্তানেরা: সুয়াহ্‌, হার্নেফের, শুয়াল,
বেরি, ইম্রা, ৩৭ বেৎসের, হোদ, শাম্মা, শিল্শা, ইত্রান ও বেরা। ৩৮ যেথেরের সন্তানেরা: যেফুন্নি,
পিস্পা ও আরা। ৩৯ উল্লার সন্তানেরা: আরাহ্‌, হানিয়েল ও রিৎসিয়া। ৪০ এঁরা সকলে আসেরের
সন্তান, সকলে ছিলেন পিতৃকুলপতি, সেরা বীরযোদ্ধা, অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রধান লোক। যুদ্ধে যোগ
দেওয়ার সামর্থ্য অনুসারে লিখিত বংশতালিকাক্রমে এদের জনসংখ্যা ছিল ছাব্বিশ হাজার।

বেঞ্জামিন-বংশ

৮ বেঞ্জামিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলা, দ্বিতীয় আসবেল, তৃতীয় আহিরাম, ২ চতুর্থ নোহা ও পঞ্চম রাফা। ৩
বেলার সন্তানেরা: আদ্দার, এহুদের পিতা গেরা, ৪ আবিসুয়া, নায়ামান, আহোহা, ৫ গেরা, শেফুফান
ও হুরাম।

৬ এঁরা এহুদের সন্তানেরা; এঁরা গেবা-নিবাসীদের পিতৃকুলপতি; পরে এঁদের দেশছাড়া করে
মানাহাতে নিয়ে যাওয়া হয়। ৭ আরও, নায়ামান, আহিয়া ও গেরা; তিনি এঁদের দেশছাড়া করে নিয়ে
গেলেন; তিনি আবার উজ্জার ও আহিহুদের পিতা।

৮ আপন স্ত্রী হুসিম ও বারাকে ত্যাগ করার পর শাহারাইম মোয়াব-মাঠে পুত্রসন্তানদের পিতা
হলেন। ৯ তাঁর স্ত্রী হোদেশের গর্ভজাত সন্তান ছিলেন যোবাব, সিবিয়া, মেশা, মেল্কাম, ১০ যেয়ুশ,
সাখিয়া ও মির্মা। তাঁর এই সন্তানেরা পিতৃকুলপতি ছিলেন। ১১ হুসিমের গর্ভজাত তাঁর সন্তান
আহিটুব ও এল্পায়াল। ১২ এল্পায়ালের সন্তানেরা: এবের, মিসেয়াম ও শেমেদ; এই শেমেদ ওনো,
লুদ ও তার উপনগরগুলো নির্মাণ করলেন।

১৩ আরও, তাঁর সন্তানেরা: বেরিয়া ও শেমা; এঁরা আয়ালোন-নিবাসীদের পিতৃকুলপতি ছিলেন;
আবার এঁরাই গাতের অধিবাসীদের দূর করে দিলেন।

১৪ তাঁদের ভাইয়েরা: শাশাক ও যেরেমোৎ।

১৫ জেবাদিয়া, আরাদ, আদের, ১৬ মিখায়েল, ইস্পা ও যোহা ছিলেন বেরিয়ার সন্তান।

১৭ জেবাদিয়া, মেশুল্লাম, হিজ্‌কি, হেবের, ১৮ ইসমেরাই, ইজ্লিয়া ও যোবাব ছিলেন এল্পায়ালের
সন্তান।

১৯ যাকিম, জিখ্রি, জাব্দি, ২০ এলিয়ানাই, সিল্লেথাই, এলিয়েল, ২১ আদাইয়া, বেরাইয়া ও সিম্রোৎ
ছিলেন শিমেইয়ের সন্তান।

২২ ইস্পান, এবের, এলিয়েল, ২৩ আব্দোন, জিখ্রি, হানান, ২৪ হানানিয়া, এলাম, আন্তোথিয়া, ২৫
ইফদিয়া ও পেনুয়েল ছিলেন শাশাকের সন্তান।

২৬ শাম্শেরাই, শেহারিয়া, আথালিয়া, ২৭ যারেসিয়া, এলিয়া, ও জিখ্রি ছিলেন যেরোহামের সন্তান।

২৮ এঁরা ছিলেন পিতৃকুলপতি, বংশতালিকা অনুসারে প্রধান লোক; এঁরা যেরুসালেমে বাস
করতেন।

[২৯] গিবেয়োনের পিতা গিবেয়োনে বাস করতেন; তাঁর স্ত্রীর নাম মায়াখা। [৩০] তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র
ছিলেন আব্দোন, পরে, সুর, কীশ, বায়াল, নের, নাদাব, [৩১] গেদোর, আহিয়ো, জেখের ও মিক্লোৎ।
[৩২] মিক্লোৎ শিমেয়ার পিতা; এঁরাও আপন ভাইদের সঙ্গে যেরুসালেমে বাস করতেন।
[৩৩] নের কীশের পিতা; কীশ সৌলের পিতা; সৌল যোনাথানের, মাল্কিসুয়ার, আবিনাদাবের ও
ঈশ-বায়ালের পিতা। [৩৪] যোনাথানের সন্তান মেরিব-বায়াল, মেরিব-বায়াল মিখার পিতা। [৩৫] মিখার
সন্তানেরা: পিথোন, মেলেক, তারেয়া ও আহাজ। [৩৬] আহাজ যেহোয়াদ্দার পিতা, যেহোয়াদ্দা
আলেমেতের, আজ্‌মাবেতের ও জিম্রির পিতা; জিম্রি মোৎসার পিতা।
[৩৭] মোৎসা বিনেয়ার পিতা, বিনেয়ার সন্তান রেফাইয়া, রেফাইয়ার সন্তান এলেয়াসা, এলেয়াসার
সন্তান আৎসেল। [৩৮] আৎসেল ছয় সন্তানের পিতা, তাঁদের নাম এই এই: আজ্রিকাম, বোক্রু,
ইসমায়েল, শেয়ারিয়া, ওবাদিয়া ও হানান। এঁরা সকলে আৎসেলের সন্তান।
[৩৯] তাঁর ভাই এসেকের সন্তানেরা: জ্যেষ্ঠ পুত্র উলাম, দ্বিতীয় যেয়ুশ, তৃতীয় এলিফেলেট। [৪০]
উলামের সন্তানেরা ছিলেন বীরযোদ্ধা ও তীরন্দাজ। তাঁদের অনেক পুত্র ও পৌত্র হল: একশ'
পঞ্চাশজন।
এঁরা সকলে বেঞ্জামিন-সন্তান।

যেরুসালেমের অধিবাসীরা

৯ এভাবে সকল ইস্রায়েলীয়েরা ইস্রায়েল-রাজাদের পুস্তকে গণিত ও তালিকাভুক্ত হল; যুদার
লোকদের তাদের অবিশ্বস্ততার কারণে নির্বাসনের দেশে, সেই বাবিলনেই নেওয়া হল। [২] নিজ নিজ
শহরে যারা প্রথমে নিজ নিজ স্বত্বাধিকারে ফিরে এল, তারা ছিল ইস্রায়েলীয়, যাজকেরা, লেবীয়েরা
ও নিবেদিতরা।
[৩] যুদা-সন্তানেরা, বেঞ্জামিন-সন্তানেরা এবং এফ্রাইম ও মানাসে-সন্তানেরা যেরুসালেমে বসতি
করল।
[৪] উথাই, তিনি আম্মিহুদের সন্তান, ইনি অম্রির সন্তান, ইনি ইম্রির সন্তান, ইনি বানির সন্তান, ইনি
যুদার সন্তান পেরেসের সন্তানদের একজন। [৫] সিলোনীয়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আসাইয়া ও তাঁর
সন্তানেরা। [৬] জেরাহ্‌র সন্তানদের মধ্যে যেউয়েল ও তাঁর ভাইয়েরা: এঁরা ছ'শো নব্বইজন।
[৭] বেঞ্জামিনীয়দের মধ্যে মেশুল্লামের সন্তান শাল্লু; মেশুল্লাম হোদাবিয়ার সন্তান, হোদাবিয়া হাস্নুয়ার
সন্তান; [৮] আরও, যেরোহামের সন্তান ইব্নেইয়া, মিখ্রির পৌত্র উজ্জির সন্তান এলাহ্‌, এবং ইব্নেইয়ার
প্রপৌত্র রেউয়েলের পৌত্র শেফাটিয়ার সন্তান মেশুল্লাম। [৯] এরা ও এদের ভাইয়েরা নিজ নিজ গোত্র
অনুসারে ন'শো ছাপ্পান্নজন। এঁরা সকলে নিজ নিজ পিতৃকুলের মধ্যে কুলপতি ছিলেন।
[১০] যাজকদের মধ্যে যেদাইয়া, যেহোইয়ারিব ও যাখিন; [১১] আরও, পরমেশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষ যে
আহিটুব, তাঁর অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মেরাইওতের বৃদ্ধপ্রপৌত্র সাদোকের প্রপৌত্র মেশুল্লামের পৌত্র
হিল্কিয়ার সন্তান আজারিয়া, [১২] আর মাল্কিয়ার প্রপৌত্র পাশ্হুরের পৌত্র যেরোহামের সন্তান আদাইয়া;
এবং ইম্মেরের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মেশিল্লেমিতের বৃদ্ধপ্রপৌত্র মেশুল্লামের প্রপৌত্র ইয়াহেজরার পৌত্র
আদিয়েলের সন্তান মাসাই; [১৩] এরা ও এদের ভাইয়েরা এক হাজার সাতশ' ষাটজন; এঁরা নিজ নিজ
পিতৃকুলের পতি এবং পরমেশ্বরের গৃহের যে কোন সেবাকাজ সাধনে খুবই নিপুণ লোক।

১৪ লেবীয়দের মধ্যে মেরারি-বংশজাত হাসাবিয়ার প্রপৌত্র আজ্রিকামের পৌত্র হাসুবের সন্তান
শেমাইয়া, ১৫ আর বাকবাকার, হেরেশ, গালাল এবং আসাফের প্রপৌত্র জিখ্রির পৌত্র মিখার সন্তান
মাত্তানিয়া, ১৬ আর ইদুথুনের প্রপৌত্র গালালের পৌত্র শেমাইয়ার সন্তান ওবাদিয়া, আর
নেটোফাতীয়দের গ্রামে বাসিন্দা এল্কানার পৌত্র আসার সন্তান বেরেখিয়া।

১৭ দ্বারপালদের মধ্যে শাল্লুম, আক্কুব, টালমোন, আহিমান ও তাঁদের ভাইয়েরা। শাল্লুম ছিলেন
এঁদের প্রধান। ১৮ আজ পর্যন্ত পুবদিকে অবস্থিত রাজদ্বারে থেকে এরাই লেবি-সন্তানদের শিবিরের
দ্বারপাল। ১৯ শাল্লুম কোরাহ্‌র প্রপৌত্র এবিয়াসাফের পৌত্র কোরের সন্তান; তিনি ও তাঁর
পিতৃকুলজাত কোরাহীয় ভাইয়েরা ছিলেন সেবাকাজ সাধনে নিযুক্ত, তারা তাঁবুর দরজাগুলোর
রক্ষকও ছিল, তাদের পিতৃপুরুষেরাও প্রভুর শিবিরে নিযুক্ত হয়ে প্রবেশস্থানের রক্ষক ছিলেন। ২০
পুরাকালে এলেয়াজারের সন্তান ফিনেয়াস তাঁদের অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে
ছিলেন। ২১ মেশেলেমিয়ার সন্তান জাখারিয়া ছিলেন সাক্ষাৎ-তাঁবুর দ্বারপাল। ২২ সবসমেত দ্বাররক্ষণ
কাজের জন্য বাছাই করা এই লোকেরা দু'শো বারোজন; তাদের গ্রামগুলোতে তারা বংশতালিকায়
তালিকাভুক্ত ছিল। দাউদ ও সামুয়েল দৈবদ্রষ্টাই তাদের দায়িত্ববোধের জন্য তাদের নিযুক্ত
করেছিলেন। ২৩ তাই তারা ও তাদের সন্তানেরা প্রভুর গৃহের, অর্থাৎ তাঁবুগৃহের দ্বাররক্ষণ কাজে
নিযুক্ত ছিল। ২৪ পুব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ চারদিকেই দ্বারপালেরা থাকত। ২৫ তাদের
গ্রামগুলোতে থাকা ভাইদেরও সময়ে সময়ে এক সপ্তাহের জন্য এসে তাদের কাজে যোগ দিতে হত,
২৬ কিন্তু ওই চারজন প্রধান দ্বারপাল নিত্যই থাকত। তারা পরমেশ্বরের গৃহের কামরাগুলো ও
ধনভাণ্ডারে নিযুক্ত লেবীয়। ২৭ তারা পরমেশ্বরের গৃহের আশেপাশে রাত কাটাত, কেননা তা রক্ষা
করা তাদেরই দায়িত্ব; এবং প্রত্যেক দিন সকালে দরজা খুলে দেওয়াও তাদের দায়িত্ব। ২৮ তাদের
কয়েকজন সেবাকর্মের পাত্রগুলো রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল: পাত্রগুলো সংখ্যা অনুসারে ভিতরে
নিয়ে যাওয়া হত ও সংখ্যা অনুসারে বাইরে আনা হত। ২৯ আবার কয়েকজন পাত্রগুলো,
পবিত্রধামের সমস্ত পাত্র, ময়দা, আঙুররস, তেল ও গন্ধদ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল। ৩০
যাজক-সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন গন্ধদ্রব্যের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করত।

৩১ লেবীয়দের মধ্যে কোরাহীয় শাল্লুমের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাত্তিথিয়ার নিত্য দায়িত্ব ছিল যা কিছু
কড়াইতে প্রস্তুত করা হবে তা তত্ত্বাবধান করা। ৩২ কেহাতীয়দের সন্তানদের মধ্যে তাঁদের কয়েকজন
ভাই প্রতিটি সাব্বাৎ ভোগ-রুটি প্রস্তুত করতে নিযুক্ত ছিলেন।

৩৩ লেবীয়দের পিতৃকুলপতি যে গায়কেরা, তাঁরা মন্দিরের কামরাগুলোতে বাস করতেন, অন্য যত
কর্ম থেকে মুক্ত ছিলেন, কেননা দিনরাত অবিরতই নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

৩৪ এঁরা ছিলেন লেবীয় পিতৃকুলপতি, বংশতালিকা অনুসারে প্রধান লোক; এঁরা যেরুসালেমে বাস
করতেন।

৩৫ গিবেয়োনের পিতা যেইয়েল গিবেয়োনে বাস করতেন; তাঁর স্ত্রীর নাম মায়াখা। ৩৬ তাঁর জ্যেষ্ঠ
পুত্র ছিলেন আব্দোন, পরে, সুর, কীশ, বায়াল, নের, নাদাব, ৩৭ গেদোর, আহিয়ো, জাখারিয়া ও
মিক্লোৎ। ৩৮ মিক্লোৎ শিমেয়ামের পিতা; তাঁরাও আপন ভাইদের সঙ্গে যেরুসালেমে বাস করতেন।

৩৯ নের কীশের পিতা; কীশ সৌলের পিতা; সৌল যোনাথানের, মাল্কিসুয়ার, আবিনাদাবের ও
ঈশ-বায়ালের পিতা। ৪০ যোনাথানের সন্তান মেরিব-বায়াল, মেরিব-বায়াল মিখার পিতা। ৪১ মিখার

সন্তানেরা: পিথোন, মেলেক ও তারেয়া। ৪২ আহাজ যারার পিতা, যারা আলেমেতের, আজ্‌মাবেতের
ও জিম্রির পিতা; জিম্রি মোৎসার পিতা। ৪৩ মোৎসা বিনেয়ার পিতা, বিনেয়ার সন্তান রেফাইয়া,
রেফাইয়ার সন্তান এলেয়াসা, এলেয়াসার সন্তান আৎসেল। ৪৪ আৎসেল ছয় সন্তানের পিতা, তাঁদের
নাম এই এই: আজ্রিকাম, বোক্রু, ইসমায়েল, শেয়ারিয়া, ওবাদিয়া ও হানান। এঁরা সকলে
আৎসেলের সন্তান।

সৌল রাজার মৃত্যু

১০ ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, আর ইস্রায়েলীয়েরা ফিলিস্তিনিদের সামনে থেকে
পালাতে পালাতে গিলবোয়া পর্বতে বিদ্ধ হয়ে পড়তে লাগল। ২ ফিলিস্তিনিরা সৌলের ও তাঁর
সন্তানদের পিছু পিছু ধাওয়া করল, এবং সৌলের সন্তান যোনাথান, আবিনাদাব ও মাল্কিসুয়াকে মেরে
ফেলল। ৩ সংগ্রাম সৌলের চারদিকে তীব্রতর হয়ে উঠল, তীরন্দাজেরা তাঁর নাগাল পেল; সেই
তীরন্দাজদের দেখে তিনি শিহরে উঠলেন। ৪ তখন সৌল তাঁর অস্ত্রবাহককে বললেন, 'তোমার খড়্গ
বের কর, সেই খড়্গ দিয়ে আমাকে বিঁধিয়ে দাও, নইলে ওই অপরিচ্ছেদিতেরা এসে আমাকে
অপমান করবে।' কিন্তু তাঁর অস্ত্রবাহক তা করতে চাইল না, কারণ সে বেশি ভীত হয়ে পড়েছিল;
তাই সৌল খড়্গটি নিয়ে নিজেই সেটির উপরে পড়লেন। ৫ সৌল মরেছেন দেখে তাঁর অস্ত্রবাহকও
নিজের খড়্গের উপরে পড়ে মরল। ৬ এইভাবে সৌল ও তাঁর তিন সন্তান মারা পড়েন; তাঁর কুলের
সকলেই একসঙ্গে মারা পড়েন।

৭ যে সকল ইস্রায়েলীয়েরা উপত্যকায় ছিল, তারা যখন দেখল, যোদ্ধারা পালিয়ে যাচ্ছে এবং সৌল
ও তাঁর সন্তানেরা মারা গেছেন, তখন তারা শহরগুলো ছেড়ে পালিয়ে গেল, আর ফিলিস্তিনিরা এসে
সেই সকল শহর দখল করল।

৮ পরদিন যখন ফিলিস্তিনিরা মৃতদেহগুলোর সজ্জা ইত্যাদি খুলে নিতে এল, তখন গিলবোয়া
পর্বতে পতিত অবস্থায় সৌল ও তাঁর সন্তানদের দেখতে পেল; ৯ তারা তাঁর রণসজ্জা খুলে তাঁর মাথা
ও রণসজ্জা নিয়ে ফিলিস্তিনিদের এলাকায় পাঠাল; তাদের দেবালয়ে ও লোকদের মধ্যে শুভসংবাদ
দেবার জন্য তারা জায়গায় জায়গায় ঘুরল। ১০ তাঁর রণসজ্জা তারা তাদের দেবের গৃহে রাখল, এবং
তাঁর খুলি দাগোন-দেবের গৃহে টাঙিয়ে দিল।

১১ যখন যাবেশ-গিলেয়াদের অধিবাসীরা জানতে পারল সৌলের প্রতি ফিলিস্তিনিরা কী না করেছে,
১২ তখন সমস্ত বীরযোদ্ধা রওনা দিল, এবং সৌলের ও তাঁর সন্তানদের দেহ তুলে যাবেশে নিয়ে
এসে তাঁদের হাড় যাবেশের ওক্‌ গাছের তলায় পুঁতে রাখল; পরে সাত দিন উপবাস পালন করল।

১৩ প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছিলেন বিধায় সৌল এইভাবে মরলেন; কেননা তিনি প্রভুর বাণী মেনে
নেননি, এমনকি দিক-নির্দেশনা পাবার উদ্দেশ্যে একটা ভূতের ওঝার অভিমত যাচনা করেছিলেন;
১৪ হ্যাঁ, প্রভুর অভিমত তিনি অনুসন্ধান করেননি; এইজন্য প্রভু তাঁর মৃত্যু ঘটালেন ও রাজ-অধিকার
হস্তান্তর করে যেসের সন্তান দাউদকে দিলেন।

ইস্রায়েলের রাজপদে অভিষিক্ত দাউদ

১১ তখন গোটা ইস্রায়েল হেব্রোনে দাউদের কাছে একত্র হয়ে বলল, 'দেখুন, আমরা আপনার
নিজের হাড় ও নিজের মাংস! ২ আগে যখন সৌল আমাদের রাজা ছিলেন, তখনও আপনিই

ইস্রায়েলকে রণ-অভিযানে নিয়ে যেতেন ও ফিরিয়ে আনতেন। আপনার পরমেশ্বর প্রভু আপনাকেই বলেছেন: তুমিই আমার জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবে, তুমিই আমার জনগণ ইস্রায়েলের জননায়ক হবে।’
৩ তাই ইস্রায়েলের প্রবীণেরা সকলে মিলে হেব্রোনে রাজার কাছে এলেন, আর দাউদ হেব্রোনে প্রভুর সাক্ষাতে তাঁদের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থির করলেন, এবং সামুয়েলের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর বাণী অনুসারে তাঁরা দাউদকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করলেন।

যেরুসালেম হস্তগত

৪ রাজা ও গোটা ইস্রায়েল যেরুসালেমের বিরুদ্ধে অর্থাৎ যেবুসের বিরুদ্ধে রণযাত্রা করলেন;
সেখানে সেই এলাকার অধিবাসী যেবুসীয়েরাই ছিল। ৫ যেবুসের অধিবাসীরা দাউদকে বলল, ‘তুমি
এখানে প্রবেশ করবেই না!’ কিন্তু দাউদ সিয়োনের দুর্গটা হস্তগত করলেন, তা দাউদ-নগরী। ৬
দাউদ বললেন, ‘যে কেউ প্রথম যেবুসীয়দের আঘাত করবে, সে প্রধান ও সেনানায়ক হবে; আর
সেরুইয়ার সন্তান যোয়াব প্রথম উঠে যাওয়ায় প্রধান হলেন। ৭ দাউদ সেই দুর্গে বাস করতে
লাগলেন, আর এইজন্যই তার নাম দাউদ-নগরী রাখা হল। ৮ তিনি চারদিকে, অর্থাৎ মিল্লো থেকে
চারদিকেই প্রাচীর গাঁথলেন, আর যোয়াব নগরীর বাকি সমস্ত স্থান সারিয়ে তুললেন। ৯ দাউদ প্রভাবে
উত্তরোত্তর বেড়ে উঠলেন, কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

দাউদের বীরপুরুষেরা

১০ দাউদের বীরপুরুষদের প্রধান এই; এঁরা বীর্যবত্তায় তাঁর রাজত্বে প্রবল হলেন ও ইস্রায়েল সম্বন্ধে প্রভুর বাণী অনুসারে গোটা ইস্রায়েলের সঙ্গে তাঁকে রাজা করলেন।
১১ দাউদের বীরপুরুষদের তালিকা:
হাখমোনীয় যাশোবেয়াম: তিনি সেই তিন লোকের দলের নেতা; তিনি তিনশ’ লোকের উপরে বর্শা চালিয়ে এক লড়াইতেই তাদের বধ করলেন।
১২ তাঁর পরে আহোহীয় দোদোর সন্তান এলেয়াজার: তিনি সেই তিন বীরপুরুষদের একজন। ১৩
তিনি পাস-দাম্মিমে দাউদের সঙ্গে ছিলেন। ফিলিস্তিনিরা সেখানে যুদ্ধ করার জন্য একত্র হয়েছিল,
আর সেখানে এক মাঠ যবে পরিপূর্ণ ছিল। লোকেরা ফিলিস্তিনিদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল। ১৪
তখন তিনি সেই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে তা রক্ষা করলেন ও ফিলিস্তিনিদের পরাভূত করলেন;
এইভাবে প্রভু মহাবিজয় সাধন করলেন।
১৫ সেই ত্রিশজন প্রধানদের মধ্যে তিনজন শৈলের কাছে অবস্থিত আদুল্লাম গুহাতে দাউদের কাছে
গেলেন; সেসময়ে ফিলিস্তিনিদের সৈন্যদল রেফাইম উপত্যকায় শিবির বসিয়েছিল। ১৬ দাউদ
সেসময়ে দৃঢ়দুর্গে ছিলেন, এবং ফিলিস্তিনিদের এক প্রহরী দল তখন বেথলেহেমে ছিল। ১৭ দাউদ
এই বলে নিজের বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, ‘হায়! বেথলেহেমের নগরদ্বারের কাছে যে কুয়ো আছে,
কেউ যদি আমাকে সেই কুয়োর জল এনে পান করতে দিত!’ ১৮ সেই তিনজন ফিলিস্তিনিদের
সৈন্যদের মধ্য দিয়ে গিয়ে বেথলেহেমের নগরদ্বারের কাছে যে কুয়ো আছে, তার জল তুলে নিয়ে
দাউদের কাছে অর্পণ করলেন, কিন্তু দাউদ তা পান করতে রাজি হলেন না; প্রভুর উদ্দেশে তা ঢেলে
ফেললেন ১৯ আর বললেন, ‘হে আমার পরমেশ্বর, এমন কাজ আমি যেন না করি! যারা নিজেদের

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গিয়েছে, আমি কি এই মানুষদের রক্ত পান করব? নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই
এরা এই জল এনেছে।' তাই তিনি তা পান করতে রাজি হলেন না। ওই তিন বীরপুরুষ তেমন
মহাকীর্তিই সাধন করেছিলেন।
২০ যোয়াবের ভাই আবিশাই সেই ত্রিশজনের প্রধান ছিলেন: তিনিই তিনশ' লোকের উপরে তাঁর
বর্শা চালিয়ে তাদের বধ করলেন, কিন্তু সেই তিনজনের মধ্যে সুনাম অর্জন করতে পারলেন না। ২১
তিনি সেই ত্রিশজনের মধ্যে দ্বিগুণ বেশি গৌরবের পাত্র ছিলেন; তিনি তাঁদের দলপতি হলেন, তবু
সেই তিনজনেরই সমকক্ষ হলেন না।
২২ যেহোইয়াদার সন্তান কাব্‌সেলীয় সেই বীর্যবান বেনাইয়া ছিলেন পরাক্রান্ত নানা কর্মকীর্তির জন্য
বিখ্যাত: তিনিই মোয়াবীয় আরিয়েলের দুই সন্তানকে বধ করলেন; তাছাড়া তিনি বরফের দিনে
গিয়ে কুয়োর মধ্যে একটা সিংহ মারলেন। ২৩ তিনি পাঁচ হাত লম্বা একজন মিশরীয়কেও বধ
করলেন; সেই মিশরীয়ের হাতে তাঁতীর কড়িকাঠের মত একটা বর্শা ছিল; ইনি একটা লাঠি হাতে
করেই তার দিকে এগিয়ে গিয়ে সেই মিশরীয়ের হাত থেকে বর্শাটা কেড়ে নিয়ে তার সেই বর্শা দ্বারা
তাকে বধ করলেন। ২৪ যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া এই সকল কাজ সাধন করলেন, তাই তিনি
সেই ত্রিশজন বীরপুরুষদের মধ্যে সুনাম অর্জন করলেন। ২৫ সেই ত্রিশজনের মধ্যে তিনি বিশেষ
গৌরবের পাত্র হলেন, তবু সেই তিনজনেরই সমকক্ষ হলেন না; দাউদ তাঁকে তাঁর আপন
রক্ষী-সেনার প্রধান করলেন।
২৬ বীরপুরুষদের নামাবলি: যোয়াবের ভাই আসাহেল, বেথলেহেমীয় দোদোর সন্তান এল্‌হানান, ২৭
হারোদীয় শাম্মোৎ, পেলেথীয় হেলেস, ২৮ তেকোয়ীয় ইক্কেশের সন্তান ইরা, আনাথোতীয়
আবিয়েজের, ২৯ হুসাতীয় সিব্বেখাই, আহোহীয় ইলাই, ৩০ নেটোফাতীয় মাহারাই, নেটোফাতীয়
বানার সন্তান হেলেদ, ৩১ বেঞ্জামিন-সন্তানদের গিবেয়া-নিবাসী রিবাইয়ের সন্তান ইথাই, পিরাথোনীয়
বেনাইয়া, ৩২ নাহালে-গাশ-নিবাসী হুরাই, আর্বতীয় আবিয়েল, ৩৩ বাহুরিমীয় আজ্‌মাবেৎ,
শায়ালবোনীয় এলিয়াহ্‌বা, ৩৪ গুন-নিবাসী যাশেন, হারারীয় শাগের সন্তান যোনাথান, ৩৫ হারারীয়
সাখারের সন্তান আহিয়াম, উরের সন্তান এলিফেলেট, ৩৬ মেখেরাতীয় হেফের, পেলোনীয় আহিয়া, ৩৭
কার্মেলীয় হেস্রো, এজ্‌বাইয়ের সন্তান নায়ারাই, ৩৮ নাথানের ভাই যোয়েল, আগ্রির সন্তান মিব্‌হার, ৩৯
আম্মোনীয় সেলেক, সেরুইয়ার সন্তান যোয়াবের অস্ত্রবাহক বেরোথীয় নাহারাই, ৪০ ইয়াত্তিরীয় ইরা,
ইয়াত্তিরীয় গারেব, ৪১ হিত্তীয় উরিয়া, আহ্লাইয়ের সন্তান জাবাদ, ৪২ রূবেনীয় শিজার সন্তান আদিনা:
তিনি রূবেনীয়দের প্রধান, ও তাঁর সঙ্গে আরও ত্রিশজন ছিলেন; ৪৩ মায়াখার সন্তান হানান, মেত্নীয়
যোসাফাৎ, ৪৪ আস্তারোতীয় উজ্জিয়া, আরোয়েরীয় গোথামের দুই সন্তান শামা ও যেইয়েল, ৪৫ সিম্রির
সন্তান যেদিয়ায়েল ও তাঁর ভাই তীসীয় যোহা, ৪৬ মাহাবীয় এলিয়েল, এল্‌নামের দুই সন্তান যেরিবাই
ও যোসাবিয়া, মোয়াবীয় ইৎমা, ৪৭ এলিয়েল, ওবেদ ও জোবীয় যাসিয়েল।

১২ যেসময় দাউদ কীশের সন্তান সৌলের সামনে থেকে বিতাড়িত হন, সেসময়ে এই সকল লোক
সিক্লাগে দাউদের কাছে জড় হয়ে এসেছিলেন; এঁরাই সেই বীরপুরুষ, যাঁরা যুদ্ধে তাঁর সহায়তা
করলেন। ২ তাঁরা ধনুক-সজ্জিত ছিলেন, এবং ডান হাতে ও বাঁ হাতে দু'হাতেই তীর ও পাথর ছুড়তে
নিপুণ; বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীয় সৌলের জ্ঞাতির মধ্যে এঁরা ছিলেন: ৩ আহিয়েজের প্রধান, পরে যোয়াশ,
এঁরা গিবেয়াতীয় শেমায়ার সন্তান; আর আজ্‌মাবেতের দুই সন্তান যেজিয়েল ও পেলেট; বেরাখা ও

আনাথোতীয় যেহু; ⁴ গিবেয়োনীয় ইসমাইয়া, ইনি সেই ত্রিশজনের মধ্যে বীরপুরুষ ও সেই
ত্রিশজনের প্রধান; ⁵ আরও: যেরেমিয়া, যাহাজিয়েল, যোহানান ও গেদেরীয় যোসাবাদ; ⁶ এলুজাই,
যেরিমোৎ, বেয়ালিয়া, সেমারিয়া, হারিফীয় শেফাটিয়া; ⁷ এল্কানা, ইস্সিয়া, আজারেল, যোয়েজের,
যাশোবেয়াম, এঁরা কোরাহীয়; ⁸ আর গেদোর-নিবাসী যেরোহামের দুই সন্তান যোয়েলা ও
জেবাদিয়া।

⁹ গাদীয়দের মধ্যে কয়েকজন লোক দাউদের পক্ষে যোগ দেবার জন্য মরুপ্রান্তরে অবস্থিত দুর্গে
দাউদের কাছে এসেছিলেন: তাঁরা ছিলেন বীরপুরুষ, যুদ্ধে নিপুণ যোদ্ধা, ঢাল ও বর্শা ধারণে দক্ষ;
তাঁদের মুখ সিংহের মুখেরই মত, ও পর্বত-পথে তাঁরা হরিণের মত দ্রুতগামী। ¹⁰ প্রধান এজের,
দ্বিতীয় ওবাদিয়া, তৃতীয় এলিয়াব, ¹¹ চতুর্থ মিস্মান্না, পঞ্চম যেরেমিয়া, ¹² ষষ্ঠ আত্তাই, সপ্তম
এলিয়েল, ¹³ অষ্টম যোহানান, নবম এল্জাবাদ, ¹⁴ দশম যেরেমিয়া, একাদশ মাখ্বান্নাই। ¹⁵ এঁরা
ছিলেন গাদ-সন্তানদের মানুষ, সৈন্যদলের সেনানায়ক: এঁদের মধ্যে যিনি ক্ষুদ্র তিনি শতজনের, ও
যিনি মহান তিনি সহস্রজনের সমকক্ষ ছিলেন। ¹⁶ প্রথম মাসে যে সময় যর্দনের জল দু'তীরের সমস্ত
কিছুর উপরে ফুলে ওঠে, তেমন সময় এঁরাই নদী পার হয়ে পুবদিকে ও পশ্চিমদিকে উপত্যকার
বাসিন্দা সকলকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

¹⁷ বেঞ্জামিনের ও যুদার সন্তানদের মধ্যেও কয়েকজন লোক দুর্গে গিয়ে দাউদের সঙ্গে যোগ দিল।
¹⁸ দাউদ তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হয়ে তাদের বললেন, 'যদি তোমরা শান্তির মনোভাবে
আমার সাহায্য করতেই এসে থাক, তবে আমি মনে করি, তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব; কিন্তু,
যেহেতু আমার হাত শত্রুমি থেকে মুক্ত, সেজন্য তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে
আমার বিপক্ষদের হাতে আমাকে তুলে দেবার অভিপ্রায়েই এসে থাক, তবে আমাদের
পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর তা দেখুন ও বিচার করুন।' ¹⁹ তখন আত্মা সেই ত্রিশজনের প্রধান
আমাসাইকে ঘিরে আবিষ্ট করলে তিনি বলে উঠলেন:

'দাউদ, আমরা তোমারই,
আমরা তোমারই পক্ষে, হে যেসের ছেলে!
শান্তি হোক, তোমার শান্তি হোক,
তোমার সহায়কদের শান্তি হোক,
কেননা তোমার পরমেশ্বরই তোমার সহায়।'

দাউদ তাঁদের গ্রহণ করে নিয়ে মহা অধিনায়ক করলেন।

²⁰ যেসময় দাউদ সৌলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে রণযাত্রায় যেতেন,
সেসময়ে মানাসেরও কয়েকজন লোক তাঁর পক্ষে যোগ দিতে এল। কিন্তু তিনি ফিলিস্তিনিদের
সাহায্য করেননি, কারণ মন্ত্রণা করে ফিলিস্তিনিদের জননেতারা এই বলে তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন,
'লোকটা আবার তার প্রভু সৌলের পক্ষে যোগ দেবে, তখন আমাদের মাথা যাবে!' ²¹ তিনি
সিক্লাগের দিকে যাচ্ছেন, এমন সময় মানাসে-গোষ্ঠীয় আদ্নাহ্, যোসাবাদ, যেদিয়ায়েল, মিখায়েল,
যোসাবাদ, এলিহু ও সিল্লেথাই, মানাসে-গোষ্ঠীর এই সহস্রপতিরা এসে তাঁর পক্ষে যোগ দিলেন। ²²
তাঁরা শত্রুসেনার অগ্রদলের বিপক্ষে দাউদকে সাহায্য করলেন, কারণ তাঁরা সকলে বীরযোদ্ধা

ছিলেন, তাই তাঁরা সৈন্যদলের সেনানায়ক হলেন। ২৩ বস্তুতপক্ষে সেসময়ে দাউদকে সাহায্য করার
জন্য দিন দিন লোক এসে তাঁর পক্ষে যোগ দিত, ফলে তাঁর সৈন্যদল পরমেশ্বরেরই সৈন্যদলের মত
মহান হল।
২৪ যে অস্ত্রসজ্জিত লোকেরা প্রভুর আদেশমত সৌলের রাজ্য দাউদের হাতে হস্তান্তর করার জন্য
হেব্রোনে তাঁর কাছে গিয়েছিল, তাদের সংখ্যা এই। ২৫ ঢাল ও বর্শাধারী যুদা-সন্তানেরা, যুদ্ধের জন্য
সজ্জিত ছ'হাজার আটশ' লোক। ২৬ সিমেয়োন-সন্তানদের মধ্যে যুদ্ধে বীরযোদ্ধা সাত হাজার একশ'
লোক। ২৭ লেবি-সন্তানদের মধ্যে চার হাজার ছ'শো লোক; ২৮ উপরন্তু আরোন-গোত্রের অধিনায়ক
যেহোইয়াদা, এবং তাঁর সঙ্গে তিন হাজার সাতশ' লোক; ২৯ আরও, বীর্যবান যুবক সাদোক ও
বাইশজন সেনানায়ক সহ তাঁর পিতৃকুল। ৩০ সৌলের জ্ঞাতি বেঞ্জামিন-সন্তানদের মধ্যে তিন হাজার
লোক, কারণ সেসময় পর্যন্ত তাদের বেশির ভাগ লোক সৌলের কুলের সেবায় থেকেছিল। ৩১
এফ্রাইম-সন্তানদের মধ্যে কুড়ি হাজার আটশ' বীরযোদ্ধা, তারা নিজ নিজ পিতৃকুলে বিখ্যাত লোক।
৩২ মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীর মধ্যে আঠার হাজার লোক: দাউদকে রাজপদে নিযুক্ত করার জন্য তারা
নিজ নিজ নামে নির্দিষ্ট হয়েছিল। ৩৩ ইসাখার-সন্তানদের মধ্যে দু'শো প্রধান লোক, তারা
কাল-বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন সময়ে ইস্রায়েলের কী করা উচিত তা জানত: তাদের ভাইয়েরা সকলে
তাদের অধীন ছিল। ৩৪ জাবুলোনের মধ্যে সৈন্যদলে তালিকাভুক্ত, সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র সহ যুদ্ধের জন্য
তৈরী ও অবিচ্ছিন্ন মনে সাহায্য করতে প্রস্তুত পঞ্চাশ হাজার লোক। ৩৫ নেফ্তালির মধ্যে এক হাজার
সেনানায়ক ও তাদের সঙ্গে ঢাল ও বর্শাধারী সাঁইত্রিশ হাজার লোক। ৩৬ দানীয়দের মধ্যে যুদ্ধের
জন্য অস্ত্রসজ্জিত আটাশ হাজার ছ'শো লোক। ৩৭ আসেরের মধ্যে যুদ্ধের জন্য তৈরী চল্লিশ হাজার
যোদ্ধা। ৩৮ যর্দনের ওপার থেকে, অর্থাৎ রূবেনীয়দের, গাদীয়দের ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীর মধ্যে
যুদ্ধের জন্য সব রকম অস্ত্রধারী এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোক।
৩৯ এই সকল লোক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাউদকে গোটা ইস্রায়েলের রাজা করার জন্য অকপট
মনে হেব্রোনে এল; ইস্রায়েলের বাকি সকল মানুষও দাউদকে রাজা করার জন্য একমত ছিল। ৪০
তারা তিন দিন সেখানে দাউদের সঙ্গে থেকে খাওয়া-দাওয়া করল, বাস্তবিকই তাদের ভাইয়েরা
তাদের জন্য ব্যবস্থা করেছিল। ৪১ তাছাড়া নিকটবর্তী যারা, তারা, এমনকি ইসাখার, জাবুলোন ও
নেফ্তালি থেকেও লোকে গাধা, উট, খচ্চর ও বলদের পিঠে করে খাদ্য-সামগ্রী এনেছিল: ময়দা,
ডুমুরের পিঠা, কিশমিশ, আঙুররস, তেল, বলদ ও মেষ বহু পরিমাণে এনেছিল, কেননা ইস্রায়েলের
মধ্যে আনন্দ-ফুর্তি বিরাজ করছিল।

যেরুসালেমে মঞ্জুষা আনয়ন

১৩ দাউদ সহস্রপতিদের ও শতপতিদের সঙ্গে, তাঁর এই প্রধান অধিনায়কদের সঙ্গে মন্ত্রণাসভায়
বসলেন। ২ পরে দাউদ ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশকে উদ্দেশ করে বললেন, 'যদি তোমরা তা-ই
ভাল মনে কর এবং এইসব কিছু আমাদের পরমেশ্বর প্রভু থেকেই আসে, তবে এসো, আমরা
ইস্রায়েলের সমস্ত প্রদেশে আমাদের বাকি ভাইদের কাছে ও নিজ নিজ নিবাস-নগরে বাস করে এমন
যাজকদের ও লেবীয়দের কাছে লোক পাঠিয়ে ব্যাপারটা জানাই, তারা যেন এসে আমাদের সঙ্গে
যোগ দেয়। ৩ তাহলে আমরা আমাদের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আমাদের এইখানে ফিরিয়ে আনব,

কেননা সৌলের সময় থেকে আমরা তার বিষয়ে চিন্তাটুকু করিনি।’ ৪ তখন জনসমাবেশে উপস্থিত
সকলে বলল, ‘আমরা তাই করব;’ কেননা গোটা জনগণের দৃষ্টিতে কথাটা ন্যায্য মনে হল।
৫ তাই কিরিয়াৎ-য়েয়ারিম থেকে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আনবার জন্য দাউদ মিশরের সেহোর নদী
থেকে হামাতের প্রবেশস্থান পর্যন্ত গোটা ইস্রায়েলকে একত্রে সমবেত করলেন। ৬ দাউদ ও তাঁর সঙ্গে
গোটা ইস্রায়েল পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ফিরিয়ে আনবার জন্য কিরিয়াৎ-য়েয়ারিমে যুদায় অবস্থিত
বায়ালে গিয়ে উঠলেন—মঞ্জুষাটির নাম ‘খেরুব-বাহনে সমাসীন প্রভু’। ৭ তাঁরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষা
একটা নতুন গরুর গাড়িতে বসিয়ে আবিনাদাবের বাড়ি থেকে বের করে আনলেন; উজ্জা ও
আহিয়ো গাড়িটা চালাচ্ছিল। ৮ দাউদ ও গোটা ইস্রায়েল গান করতে করতে ও বীণা, সেতার, খঞ্জনি,
করতাল ও তুরি বাজাতে বাজাতে পরমেশ্বরের সামনে সমস্ত শক্তি দিয়ে নাচছিলেন।
৯ কিন্তু তাঁরা কিদোনের খামারে এসে পৌঁছলে উজ্জা পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ধরবার জন্য হাত বাড়াল,
কারণ বলদগুলো মঞ্জুষাটিকে টলিয়ে দিচ্ছিল। ১০ তখন উজ্জার উপর প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল, সে
মঞ্জুষার দিকে হাত বাড়িয়েছিল বলে তিনি তাকে আঘাত করলেন, আর সে সেইখানে পরমেশ্বরের
সামনে মারা গেল। ১১ প্রভু উজ্জার প্রতি কঠোরভাবে ব্যবহার করায় দাউদ মনঃক্ষুণ্ন হলেন, আর
সেই জায়গার নাম পেরেস-উজ্জা রাখলেন—আজ পর্যন্তই সেই নাম প্রচলিত।
১২ দাউদ সেদিন পরমেশ্বরকে ভয় পেলেন, বললেন, ‘পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আমি কেমন করে
আমার কাছে নিয়ে আসব?’ ১৩ তাই দাউদ স্থির করলেন, মঞ্জুষাটিকে তিনি দাউদ-নগরীতে নিজের
কাছে নিয়ে আসবেন না, গাৎ-নিবাসী ওবেদ-এদোমের বাড়িতেই তা আনিয়ে রাখলেন। ১৪
পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ওবেদ-এদোমের বাড়িতে তার পরিবারের কাছে তিন মাস থাকল, এবং প্রভু
ওবেদ-এদোমের বাড়ি ও তার সমস্ত কিছু আশীর্বাদ করলেন।

যেরুসালেমে দাউদ

১৪ তুরসের রাজা হিরাম দাউদের জন্য একটা গৃহ নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে দূতদের এবং
এরসকাঠ, ভাস্কর ও ছুতোর পাঠালেন। ২ তখন দাউদ বুঝলেন যে, প্রভু তাঁকে ইস্রায়েলের রাজপদে
বহাল করেছেন, এবং তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের খাতিরে তাঁর রাজ্যের উন্নতি সাধন করেছেন।
৩ দাউদ যেরুসালেমে আরও বধূ নিলেন ও আরও ছেলেমেয়েদের পিতা হলেন। ৪ যেরুসালেমে
তাঁর যে সকল পুত্রসন্তান জন্মাল, তাদের নাম এই: শাম্মুয়া, শোবাব, নাথান, সলোমন, ৫ ইব্হার,
এলিসুয়া, এল্পেলেট, ৬ নোগা, নেফেগ, যাফিয়া, ৭ এলিসামা, বেয়েলিয়াদা ও এলিফেলেট।

ফিলিস্তিনিদের উপরে জয়লাভ

৮ ফিলিস্তিনিরা যখন শুনল যে, দাউদ গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছেন, তখন
তারা সকলে দাউদের খোঁজে উঠে এল; দাউদ ব্যাপারটা শুনে তাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে গেলেন। ৯
ফিলিস্তিনিরা এসে রেফাইম উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। ১০ তখন দাউদ এই বলে পরমেশ্বরের
অভিমত যাচনা করলেন, ‘আমি কি ফিলিস্তিনিদের আক্রমণ করব? তুমি কি তাদের আমার হাতে
তুলে দেবে?’ প্রভু তাঁকে বললেন, ‘আক্রমণ চালাও, আমি তাদের তোমার হাতে তুলে দেব।’ ১১
তাই তারা বায়াল-পেরাজিমে গেল, আর সেখানে দাউদ তাদের পরাস্ত করলেন; তিনি বললেন,
‘পরমেশ্বর আমার হাত দ্বারা আমার শত্রু-প্রাচীরের মধ্যে একটা ছিদ্র করে দিলেন, তারা ঠিক যেন

বন্যার চাপেই ভেঙে গেল। এজন্য সেই জায়গার নাম বায়াল-পেরাজিম রাখা হল। ১২ সেখানে তারা
তাদের যত দেবমূর্তি ফেলে গিয়েছিল, আর দাউদ আজ্ঞা দিলেন, 'সেইসব কিছু আগুনের মধ্যে পুড়ে
যাক!'
১৩ ফিলিস্তিনিরা আবার এসে সেই উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল; ১৪ দাউদ আবার পরমেশ্বরের
অভিমত যাচনা করলেন আর তিনি উত্তরে বললেন, 'ওদের সামনাসামনি যেয়ো না, বরং ওদের
পিছন দিয়ে ঘুরে এসে গন্ধতরুর সামনে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। ১৫ সেই সমস্ত গাছের মাথায়
যখন সৈন্যদলের পায়ের মত শব্দ শুনবে, তখনই তুমি আক্রমণ চালাও, কেননা তখন পরমেশ্বর
নিজেই ফিলিস্তিনিদের সৈন্যদলকে পরাজিত করবার জন্য তোমার আগে আগে বেরিয়ে পড়বেন।'
১৬ দাউদ পরমেশ্বরের আজ্ঞামত কাজ করলেন, এবং গিবেয়োন থেকে গেজের পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের
সৈন্যদল পরাস্ত করলেন।
১৭ দাউদের সুনাম দেশ-দেশান্তর ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল, এবং প্রভু সকল জাতির মধ্যে তাঁকে ভয়ের
পাত্র করলেন।

যেরুসালেমে মঞ্জুষা আনয়ন

১৫ দাউদ নিজের জন্য দাউদ-নগরীতে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ করলেন, এবং পরমেশ্বরের মঞ্জুষার
জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করলেন ও তার জন্য এক তাঁবু খাটিয়ে রাখলেন। ২ তখন দাউদ বললেন,
'লেবীয়েরা ছাড়া আর কেউই যেন পরমেশ্বরের মঞ্জুষা বহন না করে, কেননা প্রভুর মঞ্জুষা বইতে ও
চিরকাল তাঁর সেবা করতে পরমেশ্বর তাদেরই বেছে নিয়েছেন।' ৩ দাউদ প্রভুর মঞ্জুষার জন্য যে স্থান
প্রস্তুত করেছিলেন, সেই স্থানে তা সরিয়ে নেবার জন্য গোটা ইস্রায়েলকে যেরুসালেমে একত্রে
আহ্বান করলেন। ৪ দাউদ আরোন-সন্তানদের ও এই এই লেবীয়দেরও সম্মিলিত করলেন: ৫
কেহাতের সন্তানদের মধ্যে উরিয়েল প্রধান, আর তাঁর ভাইয়েরা একশ' কুড়িজন; ৬ মেরারির
সন্তানদের মধ্যে আসাইয়া প্রধান, আর তাঁর ভাইয়েরা দু'শো কুড়িজন; ৭ গের্শোনের সন্তানদের
মধ্যে যোয়েল প্রধান, আর তাঁর ভাইয়েরা একশ' ত্রিশজন; ৮ এলিসাফানের সন্তানদের মধ্যে
শেমাইয়া প্রধান, আর তাঁর ভাইয়েরা দু'শোজন; ৯ হেব্রোনের সন্তানদের মধ্যে এলিয়েল প্রধান, আর
তাঁর ভাইয়েরা আশিজন; ১০ উজ্জিয়েলের সন্তানদের মধ্যে আম্মিনাদাব প্রধান, আর তাঁর ভাইয়েরা
একশ' বারোজন।
১১ দাউদ সাদোক ও আবিয়াথার এই দুই যাজককে এবং লেবীয় উরিয়েল, আসাইয়াকে, যোয়েল,
শেমাইয়া, এলিয়েল ও আম্মিনাদাবকে ডাকিয়ে এনে তাঁদের বললেন, ১২ 'তোমরা লেবীয়দের
পিতৃকুলপতি। তোমরা ও তোমাদের ভাইয়েরা নিজেদের পবিত্রিত কর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর
মঞ্জুষার জন্য আমি যে স্থান প্রস্তুত করেছি, তোমরা যেন সেই স্থানে তা নিয়ে যেতে পার। ১৩ যেহেতু
প্রথমবার তোমরা উপস্থিত ছিলে না, এইজন্য আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের আঘাত করলেন,
কারণ আমরা বিধিমতে তাঁর অন্বেষণ করিনি।' ১৪ তাই যাজকেরা ও লেবীয়েরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর
প্রভুর মঞ্জুষা সরিয়ে নেবার জন্য নিজেদের পবিত্রিত করলেন। ১৫ লেবি-সন্তানেরা বহনদণ্ড দিয়ে
কাঁধে করে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা তুলে বহন করলেন, ঠিক যেমন প্রভুর বাণী অনুসারে মোশী আজ্ঞা
দিয়েছিলেন।

১৬ দাউদ লেবীয়দের প্রধানদের তাঁদের গায়ক ভাইদের বাদ্যযন্ত্র সহ, সেতার, বীণা ও খঞ্জনি সহ
পাঠাতে বললেন, তাঁরা যেন উচ্চকণ্ঠে আনন্দধ্বনি তোলেন। ১৭ লেবীয়েরা যোয়েলের সন্তান
হেমানকে, তাঁর ভাইদের মধ্যে বেরেখিয়ার সন্তান আসাফকে, ও তাঁদের জ্ঞাতি মেরারি-সন্তানদের
মধ্যে কুসাইয়ার সন্তান এথানকে নিযুক্ত করলেন। ১৮ তাঁদের সঙ্গে তাঁদের দ্বিতীয় পদের ভাইয়েরাও
ছিলেন যথা, জাখারিয়া, উজ্জিয়েল, শেমিরামোৎ, যেহিয়েল, উন্নি, এলিয়াব, বেনাইয়া, মাসেইয়া,
মাত্তিথিয়া, এলিফেল, মিক্নেয়া, এবং ওবেদ-এদোম ও যেইয়েল, এই দুই দ্বারপাল। ১৯ হেমান,
আসাফ ও এথান, এই গায়কেরা ব্রঞ্জের খঞ্জনি দিয়ে উচ্চধ্বনি তুলতেন; ২০ জাখারিয়া, উজ্জিয়েল,
শেমিরামোৎ, যেহিয়েল, উন্নি, এলিয়াব, মাসেইয়া ও বেনাইয়া মৃদু স্বরে সেতার বাজাতেন; ২১
মাত্তিথিয়া, এলিফেল, মিক্নেয়া, ওবেদ-এদোম, যেইয়েল, আজাজিয়া আটতন্ত্রী বীণা বাজাতেন; ২২
লেবীয়দের প্রধান কেনানিয়া দক্ষ হওয়ায় এই সমস্ত গানবাজনা পরিচালনা করতেন।

২৩ বেরেখিয়া ও এল্কানা ছিলেন মঞ্জুষার পাশে দ্বারপাল।

২৪ শেবানিয়া, যোসাফাৎ, নেথানেয়েল, আমাসাই, জাখারিয়া, বেনাইয়া, এলিয়েজের, এই সকল
যাজক পরমেশ্বরের মঞ্জুষার সামনে তুরি বাজাতেন; ওবেদ-এদোম ও যেহিয়া মঞ্জুষার পাশে
দ্বারপাল ছিলেন।

২৫ পরে দাউদ, ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গ ও সহস্রপতিরা ওবেদ-এদোমের বাড়ি থেকে আনন্দের সঙ্গে
প্রভুর মঞ্জুষা আনতে গেলেন।

২৬ যে লেবীয়েরা প্রভুর মঞ্জুষা বহন করছিলেন, পরমেশ্বর তাদের সাহায্য করছিলেন বলে ওরা
সাতটি বলদ ও সাতটি ভেড়া বলিরূপে উৎসর্গ করলেন। ২৭ দাউদ ক্ষোমের একটি পরিচ্ছদ পরে
ছিলেন, আর মঞ্জুষা-বাহক সেই লেবীয়েরা, গায়কেরা ও গায়কদের সঙ্গে গানের পরিচালক
কেনানিয়াও তা-ই পরে ছিলেন। তাছাড়া দাউদের কোমরে ক্ষোমের একটি এফোদও বাঁধা ছিল। ২৮
গোটা ইস্রায়েল আনন্দধ্বনির মধ্যে ও সেতার ও বীণা বাজিয়ে শিঙার সুরে, তুরিনিনাদে ও খঞ্জনির
তালে তালে প্রভুর মঞ্জুষা নিয়ে এলেন।

২৯ প্রভুর মঞ্জুষা দাউদ-নগরীতে প্রবেশ করার সময়ে সৌলের কন্যা মিখাল জানালা দিয়ে
তাকাচ্ছিলেন; প্রভুর সামনে দাউদ রাজাকে নাচতে ও লাফালাফি করতে দেখে তিনি মনে মনে
তাঁকে অবজ্ঞা করলেন।

১৬ লোকেরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ভিতরে এনে, দাউদ তার জন্য যে তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিলেন,
তারই মাঝখানে রাখল; তারা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে আহুতি দিল ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করল। ২
আহুতি ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ-কর্ম শেষ করার পর দাউদ প্রভুর নামে জনগণকে আশীর্বাদ করলেন,
৩ এবং গোটা ইস্রায়েলের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক স্ত্রীলোককে একটা করে রুটি, এক টুকরো
মাংস ও একটা করে কিশমিশের পিঠা বিতরণ করলেন।

৪ তিনি প্রভুর মঞ্জুষার সামনে সেবাকর্ম অনুশীলন করতে, এবং ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর
স্তুতিবাদ করতে, তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে ও তাঁর প্রশংসা করতে কয়েকজন লেবীয়কে নিযুক্ত
করলেন, যথা: ৫ আসাফ প্রধান, দ্বিতীয় জাখারিয়া, এবং উজ্জিয়েল, শেমিরামোৎ, যেহিয়েল,
মাত্তিথিয়া, এলিয়াব, বেনাইয়া, ওবেদ-এদোম ও যেইয়েল, এঁরা সকলে নানা বাদ্যযন্ত্র, সেতার ও
বীণা বাজাতেন; আসাফ খঞ্জনি বাজাতেন; ৬ বেনাইয়া ও যাহাজিয়েল, এই দুই যাজক পরমেশ্বরের

মঞ্জুষার সামনে দাঁড়িয়ে নিত্যই তুরি বাজাতেন।

৭ ঠিক সেইদিন দাউদ প্রথম হয়ে প্রভুর উদ্দেশে এই স্তবগান আসাফ ও তাঁর ভাইদের হাতে তুলে দিলেন:

৮ প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, কর তাঁর নাম,
জাতিসকলের মাঝে তাঁর কর্মকীর্তি-কাহিনী কর প্রচার।
৯ তাঁর উদ্দেশে গান কর, তাঁর জন্য তোল বাদ্যের ঝঙ্কার,
জপ কর তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজের কথা।

১০ তাঁর পবিত্র নাম নিয়ে গর্ব কর,
প্রভুর অন্বেষীদের অন্তর আনন্দিত হোক।
১১ প্রভু ও তাঁর শক্তির সন্ধান কর,
অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর।

১২ স্মরণ কর তাঁর সাধিত আশ্চর্য কর্মকীর্তি,
তাঁর অলৌকিক কাজ, তাঁর মুখের সুবিচার—
১৩ তোমরা যে তাঁর দাস ইস্রায়েলের বংশধর,
তাঁর মনোনীত যাকোবের সন্তান।

১৪ তিনিই তো প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর,
তাঁর বিচারগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত।

১৫ তোমরা চিরকাল স্মরণে রেখ তাঁর সেই সন্ধি—
যে বাণী তিনি জারি করেছিলেন সহস্র প্রজন্মের জন্য,
১৬ যে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন আব্রাহামের সঙ্গে,
যা শপথ করেছিলেন ইসায়াকের প্রতি।

১৭ তিনি তা বিধিরূপেই স্থির করেছিলেন যাকোবের জন্য,
চিরকালীন সন্ধিরূপেই ইস্রায়েলের জন্য—
১৮ তিনি বলেছিলেন: 'তোমাদের অধিকৃত সম্পদরূপে
আমি তোমাকে দেব কানান দেশ।'

১৯ অথচ সেসময় তোমাদের সংখ্যা গণনা করা যেত,
হ্যাঁ, তোমরা স্বল্পজনই ছিলে, আর সেই দেশে প্রবাসীও ছিলে।

২০ তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে,
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ঘুরে বেড়াত,
২১ তিনি কাউকে দিলেন না তাদের অত্যাচার করতে,
তাদের খাতিরে রাজাদের ভর্ৎসনা করলেন:
২২ 'আমার অভিষিক্তজনদের তোমরা স্পর্শ করো না,

আমার নবীদের কোন অনিষ্ট করো না।’

২৩ প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, সমগ্র পৃথিবী;
দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ।
২৪ জাতি-বিজাতির মাঝে বর্ণনা কর তাঁর গৌরব,
সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ।

২৫ প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়,
সকল দেবতার চেয়ে ভয়ঙ্কর তিনি।
২৬ জাতিগুলির সকল দেবতা পুতুলমাত্র,
কিন্তু প্রভুই আকাশমণ্ডলের নির্মাণকর্তা;
২৭ প্রভা ও মহিমা তাঁর সম্মুখে,
শক্তি ও আনন্দ তাঁর বাসস্থানে।

২৮ প্রভুতে আরোপ কর, হে জাতিগুলির গোত্রসকল,
প্রভুতে আরোপ কর গৌরব ও সম্মান,
২৯ প্রভুতে আরোপ কর তাঁর নামের গৌরব;
অর্ঘ্যদান হাতে করে তাঁর শ্রীমুখের সামনে কর প্রবেশ,
তাঁর পবিত্রতার আবির্ভাবে প্রভুর সম্মুখে কর প্রণিপাত।

৩০ সমগ্র পৃথিবী, তাঁর সম্মুখে কম্পিত হও!
জগৎ সত্যিই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, তা কখনও টলবে না।
৩১ আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, পৃথিবী মেতে উঠুক,
জাতি-বিজাতির মাঝে লোকে বলুক, ‘প্রভু রাজত্ব করেন।’
৩২ গর্জে উঠুক সাগর ও তার যত প্রাণী,
উল্লাস করুক মাঠ ও মাঠের সবকিছু,
৩৩ বনের সব গাছপালা সানন্দে চিৎকার করুক প্রভুর সম্মুখে,
কারণ তিনি পৃথিবী বিচার করতে আসছেন,
তিনি সততার সঙ্গে জাতিসকলকে বিচার করবেন।

৩৪ প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
৩৫ বল: ‘আমাদের ত্রাণ কর গো আমাদের ত্রাণেশ্বর,
আমাদের সংগ্রহ কর, বিজাতিদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার কর,
আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের প্রতি ধন্যবাদ জানাতে পারি,
গর্ব করতে পারি তোমার প্রশংসাগানে।
৩৬ ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে।’
গোটা জনগণ বলে উঠল: ‘আমেন, আল্লেলুইয়া!’

৩৭ দৈনিক প্রয়োজন অনুসারে মঞ্জুষার সামনে নিত্য সেবাকর্ম অনুশীলন করার জন্য দাউদ
আসাফকে ও তাঁর ভাইদের প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার সামনে রাখলেন; ৩৮ তাঁদের সঙ্গে ওবেদ-এদোমকে
ও তাঁর আটষট্টিজন সহকারীকেও রাখলেন; ইদুথুনের সন্তান ওবেদ-এদোম ও হোসা ছিলেন
দ্বারপাল।
৩৯ তিনি সাদোক যাজককে ও তাঁর যাজক-ভাইদের গিবেয়োন-উচ্চস্থানে প্রভুর আবাসের সামনে
রাখলেন, ৪০ তাঁরা যেন আহুতি-বেদির উপরে প্রভুর উদ্দেশে অনুক্ষণ—সকালে ও সন্ধ্যায়—
আহুতিবলি উৎসর্গ করেন, এবং প্রভু ইস্রায়েলের জন্য যে বিধান জারি করেছিলেন, তার মধ্যে লেখা
সমস্ত কথা অনুসারে কাজ করেন। ৪১ এঁদের সঙ্গে হেমান ও ইদুথুন ছিলেন, আর সেই সকলেও
ছিলেন, যাঁরা নিজ নিজ নামে মনোনীত ও নিযুক্ত হয়েছিলেন যেন এই বলে প্রভুর স্তুতিগান করেন,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী। ৪২ বাজাবার জন্য তুরি ও খঞ্জনি এবং ঈশ্বরের সামসঙ্গীতের জন্য বাদ্যযন্ত্র
বাজাতে হেমান ও ইদুথুন নিযুক্ত ছিলেন। ইদুথুনের সন্তানেরা দ্বারপাল ছিলেন।
৪৩ পরিশেষে সকল লোক যে যার ঘরে চলে গেল, এবং দাউদ তাঁর নিজের পরিবার-পরিজনদের
আশীর্বাদ করার জন্য ফিরে গেলেন।

নাথানের ভাববাণী

১৭ যখন দাউদ নিজের গৃহে বাস করতে লাগলেন, তখন তিনি নাথান নবীকে বললেন, 'দেখুন,
আমি এরসকাঠের তৈরী একটা গৃহে বাস করছি, কিন্তু প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা একটা পর্দাঘরের আড়ালে
পড়ে রয়েছে।' ২ নাথান দাউদকে বললেন, 'আচ্ছা, আপনার মন যা করতে চায়, তাই করুন, কারণ
পরমেশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন।'
৩ কিন্তু সেই রাতে পরমেশ্বরের বাণী নাথানের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৪ 'আমার দাস
দাউদকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, আমার আবাসের জন্য একটা গৃহ তুমিই আমার জন্য
গাঁথবে এমন নয়। ৫ ইস্রায়েলকে বের করে আনার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কোন গৃহে
কখনও বাস করিনি, কিন্তু একটা তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে ও একটা আচ্ছাদন থেকে অন্য
আচ্ছাদনেই আমি ঘুরে ঘুরে চলেছি। ৬ সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে যখন সব জায়গায় ঘুরে চলছিলাম,
তখন যাদের আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবার ভার দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলের সেই
বিচারকদের একজনকেও কি কখনও একথা বলেছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরসকাঠের
একটা গৃহ গাঁথ না? ৭ সুতরাং এখন তুমি আমার দাস দাউদকে একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু
একথা বলছেন, তুমি যখন মেষপালের পিছনে পিছনে যেতে, তখন আমার আপন জনগণ
ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক করবার জন্য আমিই সেই চারণভূমি থেকে তোমাকে নিয়েছি। ৮ তুমি
যেইখানে গিয়েছ, আমি সেখানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি; তোমার সামনে থেকে তোমার সমস্ত
শত্রুকে উচ্ছেদ করেছি; আর আমি তোমার নাম পৃথিবীর মহাপুরুষদের সুনামের মত মহান করব।
৯ আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য একটা স্থান স্থির করে দেব, সেখানে তাদের রোপণ
করব, যেন নিজেদের সেই বাসস্থানে তারা বাস করে, যেন আর বিচলিত না হয়, যেন দুর্জনেরা
তাকে আর গ্রাস না করে যেমনটি আগে করত ১০ যখন আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের
উপরে বিচারকদের নিযুক্ত করেছিলাম; আমি তোমার সকল শত্রুকে নত করব। তাছাড়া আমি

তোমাকে এ কথাও বলেছি যে, তোমার জন্য প্রভুই এক কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। ১১ আর তোমার
দিনগুলো ফুরিয়ে গেলে যখন তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যাবে, তখন আমি তোমার স্থানে
তোমার একজন বংশধরের, তোমার সন্তানদেরই মধ্যে একজনের উদ্ভব ঘটাব ও তার রাজ্য
দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব। ১২ আমার নামের উদ্দেশে সে-ই একটা গৃহ গেঁথে তুলবে, এবং আমি তার
রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। ১৩ তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে
হবে পুত্র; কিন্তু তোমার আগে যে ছিল, তার কাছ থেকে আমি যেমন আমার কৃপা ফিরিয়ে নিয়েছি,
না, এর কাছ থেকে আমার কৃপা আমি তেমনি ফিরিয়ে নেব না; ১৪ বরং তাকে আমার গৃহে ও
আমার রাজ্যে স্থাপন করব চিরকাল ধরে, ও তার সিংহাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিরকাল ধরে।' ১৫
নাথান এই সমস্ত বাণী এবং এই দিব্য দর্শনের কথা দাউদকে জানালেন।

দাউদের প্রার্থনা

১৬ তখন দাউদ রাজা ভিতরে গিয়ে প্রভুর সাক্ষাতে বসলেন; বললেন, 'প্রভু পরমেশ্বর, আমি কে,
আমার কুলই বা কি যে তুমি আমাকে এতখানি এগিয়ে এনেছ? ১৭ এমনকি, তোমার দৃষ্টিতে, হে
পরমেশ্বর, তাও বুঝি অতি সামান্য ব্যাপার মনে হল, যার জন্য সুদীর্ঘ ভাবীকালের জন্য তোমার
দাসের কুলের কথাও তুমি বলেছ। প্রভু পরমেশ্বর, তুমি আমাকে উচ্চপদের মানুষ বলেই গণ্য
করলে! ১৮ তোমার দাসের প্রতি আরোপিত গৌরবের ব্যাপারে এই দাউদ তোমাকে আর কী বলবে?
তুমি তো তোমার আপন দাসকে জান। ১৯ প্রভু, তুমি তোমার দাসের খাতিরে ও তোমার হৃদয়
অনুসারে এই সমস্ত মহাকর্ম জ্ঞাত করার জন্য এই সমস্ত মহাকীর্তি সাধন করেছ। ২০ প্রভু, তোমার
মত কেউই নেই, ও তুমি ছাড়া কোন পরমেশ্বর নেই—সেই সমস্ত কথা অনুসারে যা আমরা
নিজেদের কানে শুনেছি। ২১ পৃথিবীর মধ্যে কোন্ একটি জাতি তোমার জনগণ ইস্রায়েলের মত?
পরমেশ্বরই তো তাকে তাঁর আপন জনগণ করার জন্য এবং তাঁর আপন নাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য
মুক্তিকর্ম সাধন করতে এসেছিলেন। মিশর থেকে যাকে মুক্ত করে দিয়েছিলে, তোমার সেই জনগণের
সামনে থেকে তুমি জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলে। ২২ তুমি তো তোমার আপন জনগণ
ইস্রায়েলকে চিরকালের জন্য তোমার আপন জনগণ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছ; তুমিই, প্রভু, তাদের
পরমেশ্বর হয়েছ। ২৩ এখন, প্রভু, তুমি তোমার এই দাস ও তার কুল সম্বন্ধে যে বাণী উচ্চারণ করেছ,
তা চিরকালের মত স্থির কর; যেমন বলেছ, সেইমত কর। ২৪ তবে তোমার নাম সুস্থির ও মহিমান্বিত
হবে, এবং লোকে বলবে, "সেনাবাহিনীর প্রভু যিনি, ইস্রায়েলের উপরে পরমেশ্বর যিনি, তিনি
ইস্রায়েলের আপন পরমেশ্বর!" আর তোমার দাস এই দাউদের কুল তোমার সামনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত
হবে, ২৫ যেহেতু, হে আমার পরমেশ্বর, তুমিই তোমার এই দাসের কানে বলেছ যে তার জন্য এক
কুল প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছ! এজন্যই তোমার এই দাস তোমার কাছে এই প্রার্থনা নিবেদন করার
সাহস পেয়েছে। ২৬ হে প্রভু, তুমিই তো পরমেশ্বর! এবং এ যে সমস্ত কথা তুমি তোমার এই দাসকে
বলছ, তা মঙ্গলকর। ২৭ এখন অনুগ্রহ করে তুমি তোমার এই দাসের কুলকে আশীর্বাদ কর, তা যেন
চিরকাল ধরে তোমার সম্মুখে থাকতে পারে। কারণ, হে প্রভু, তুমি আশীর্বাদ দান করেছ বলে তা
আশিসমণ্ডিত থাকবে চিরকাল।'

দাউদের নানা যুদ্ধ-সংগ্রাম

১৮ তারপর দাউদ ফিলিস্তিনিদের পরাজিত করে বশীভূত করলেন, আর ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে
গাৎ ও তার উপনগরগুলো কেড়ে নিলেন। ২ তিনি মোয়াবীয়দেরও পরাজিত করলেন, ফলে
মোয়াবীয়েরা দাউদের বশ্যতা স্বীকার করে করদাতা হল। ৩ আর যেসময় জোবার রাজা
হাদাদ-এজের ইউফ্রেটিস নদীর উপরে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে যান, সেসময় দাউদ হামাতের
দিকে তাঁকে পরাজিত করেন। ৪ দাউদ তাঁর কাছ থেকে এক হাজার রথ, সাত হাজার অশ্বারোহী ও
কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্যকে বন্দি করে নিলেন, আর দাউদ তাঁর রথের ঘোড়াগুলোর পায়ের শিরা
কাটলেন, কিন্তু এসব কিছুর মধ্যে ঘোড়াসহ কেবল একশ'টা রথ রাখলেন। ৫ দামাস্কাসের
আরামীয়েরা জোবার রাজা হাদাদ-এজেরের সাহায্য করতে এলে দাউদ সেই আরামীয়দের মধ্যে
বাইশ হাজার লোককে প্রাণে মারলেন। ৬ দাউদ দামাস্কাসের আরাম দেশে সৈন্যদল মোতায়েন
রাখলেন, আর আরামীয়েরা দাউদের বশ্যতা স্বীকার করে করদাতা হল। দাউদ যেইখানে যেতেন,
সেখানে প্রভু তাঁকে বিজয়ী করতেন।

৭ দাউদ হাদাদ-এজেরের অনুচারীদের হাত থেকে তাদের সোনার ঢালগুলো নিয়ে যেরুসালেমে
আনলেন। ৮ দাউদ হাদাদ-এজেরের শহর সেই টিব্‌হাৎ ও কুন থেকে রাশি রাশি ব্রঞ্জও কেড়ে
নিলেন, আর তা দিয়ে সলোমন ব্রঞ্জের সমুদ্রপাত্র, স্তম্ভগুলো ও ব্রঞ্জের নানা পাত্র তৈরি করালেন।

৯ দাউদ জোবার রাজা হাদাদ-এজেরের গোটা সৈন্যদলকে আঘাত করেছিলেন শুনে হামাতের
রাজা তোউ ১০ দাউদ রাজাকে মঙ্গলবাদ জানাবার জন্য, এবং তিনি হাদাদ-এজেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন বিধায় তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য নিজ ছেলে হাদোরামকে তাঁর
কাছে পাঠালেন; কেননা হাদাদ-এজেরের বিরুদ্ধে তোউয়ের প্রায়ই যুদ্ধ হত। হাদোরামের সঙ্গে
রুপোর পাত্র, সোনার ও ব্রঞ্জের নানা ধরনের পাত্র ছিল। ১১ দাউদ রাজা অন্য সমস্ত জাতি থেকে,
অর্থাৎ এদোম, মোয়াব, এবং আম্মোনীয়, ফিলিস্তিনি ও আমালেকীয়দের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া
যত রুপো ও সোনার সঙ্গে এইসব কিছুও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করলেন।

১২ সেরুইয়ার সন্তান আবিশাই লবণ-উপত্যকায় আঠার হাজার এদোমীয়কে বধ করলেন। ১৩ তিনি
এদোমে সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন; এবং এদোমীয় সকল লোক দাউদের বশ্যতা স্বীকার করল।
দাউদ যেইখানে যেতেন, সেখানে প্রভু তাঁকে বিজয়ী করতেন।

১৪ দাউদ গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করলেন; তিনি তাঁর সমস্ত জনগণের জন্য সুবিচার ও
ন্যায় অনুশীলন করতেন। ১৫ সেরুইয়ার সন্তান যোয়াব ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান, আহিলুদের
সন্তান যোসাফাৎ রাজ-ঘোষক, ১৬ আহিটুবের সন্তান সাদোক ও আবিয়াথারের সন্তান আবিমেলেক
যাজক, শাবশা কর্মসচিব, ১৭ যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া ক্রেথীয় ও পেলেথীয়দের প্রধান, এবং
দাউদের সন্তানেরা ছিলেন রাজার প্রধান পরিষদ।

১৯ এই সমস্ত ঘটনার পর, যখন আম্মোনীয়দের রাজা নাহাশ মরলেন ও তাঁর সন্তান তাঁর পদে রাজা
হলেন, ২ তখন দাউদ ভাবলেন, 'নাহাশের ছেলে হানুনের প্রতি আমি সহৃদয়তা দেখাব, কেননা তাঁর
পিতাও আমার প্রতি সহৃদয়তা দেখিয়েছিলেন।' দাউদ তাঁকে পিতৃশোকে সান্ত্বনা দেবার জন্য
কয়েকজন দূতকে পাঠালেন। কিন্তু দাউদের প্রতিনিধিরা হানুনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আম্মোনীয়দের

দেশে তাঁর কাছে এসে পৌঁছলে ৩ আম্মোনীয়দের জননেতারা হানুনকে বললেন, 'আপনি কি সত্যি
মনে করছেন যে, দাউদ আপনার পিতার সম্মানার্থেই আপনার কাছে সান্ত্বনাদানকারীদের পাঠিয়েছে?
তার প্রতিনিধিরা বরং অঞ্চলের খোঁজখবর, তার বিনাশের অভিপ্রায়ে তা পরিদর্শন করার জন্যই কি
আসেনি?' ৪ তখন হানুন দাউদের প্রতিনিধিদের ধরে তাদের খেউরি করালেন ও পোশাকের অর্ধেক
অর্থাৎ নিতম্বদেশ পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়ে তাদের বিদায় দিলেন। ৫ কয়েকজন লোক গিয়ে দাউদকে
সেই ব্যক্তিদের দশা জানাল, আর তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লোক পাঠালেন, যেহেতু তারা
ভীষণ লজ্জার মধ্যে ছিল। রাজা বলে পাঠালেন, 'যতদিন তোমাদের দাড়ি না বাড়ে, ততদিন
তোমরা যেরিখোতে থাক; পরে ফিরে এসো।'

৬ আম্মোনীয়েরা যখন দেখতে পেল যে, তারা দাউদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়েছে, তখন হানুন ও
আম্মোনীয়েরা আরাম-নাহারাইমে, মায়াখার ও জোবার আরামীয়দের কাছ থেকে রথ ও
অশ্বারোহীদের বেতনের ভিত্তিতে আনবার জন্য এক হাজার বাট রুপো পাঠালেন। ৭ তারা বত্রিশ
হাজার রথ ও তাঁর সৈন্যদল সহ মায়াখার রাজাকে বেতনের ভিত্তিতে আনাল। তারা এসে মেদেবার
সামনে শিবির বসাল; ইতিমধ্যে আম্মোনীয়েরা তাদের শহরগুলো ছেড়ে জড় হয়ে রণ-অভিযানের
জন্য রওনা হয়েছিল। ৮ এই খবর পেয়ে দাউদ যোয়াবকে ও বীরপুরুষদের সমস্ত সৈন্যদলকে
পাঠিয়ে দিলেন। ৯ আম্মোনীয়েরা বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করার জন্য নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে সৈন্যশ্রেণী
বিন্যাস করল; এদিকে সেই সমাগত রাজারা খোলা মাঠে আলাদা থাকলেন। ১০ তখন যোয়াব
দেখলেন যে, সামনে ও পিছনে দুই দিকেই তাঁকে আক্রমণ করা হবে; তাই তিনি সেরা যোদ্ধাদের
মধ্য থেকে লোক বেছে নিয়ে আরামীয়দের বিপরীতে সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করলেন, ১১ আর বাকি
লোকদের তিনি তাঁর ভাই আবিশাইয়ের হাতে তুলে দিলেন; আর তাঁরা আম্মোনীয়দের বিপরীতে
সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করলেন। ১২ তিনি বললেন, 'যদি আরামীয়েরা আমার চেয়ে বলবান হয়, তবে
তুমি আমার সাহায্যে আসবে, আর যদি আম্মোনীয়েরা তোমার চেয়ে বলবান হয়, তবে আমি
তোমার সাহায্যে যাব। ১৩ সাহস ধর: এসো, আমাদের জাতির খাতিরে ও আমাদের পরমেশ্বরের
সকল শহরের খাতিরে নিজেদের বলবান দেখাই, আর প্রভু যা ভাল মনে করেন, তিনি তাই করুন।'
১৪ যোয়াব ও তাঁর সঙ্গী লোকেরা আরামীয়দের সঙ্গে লড়াই করার জন্য এগিয়ে গেলে তারা তাঁর
সামনে থেকে পালিয়ে গেল। ১৫ আরামীয়েরা পালাচ্ছে দেখে আম্মোনীয়েরাও তাঁর ভাই আবিশাইয়ের
সামনে থেকে পালিয়ে শহরের ভিতরে গেল। ফলে যোয়াব যেরুসালেমে ফিরে এলেন।

১৬ আরামীয়েরা যখন দেখতে পেল যে, তারা ইস্রায়েলের দ্বারা পরাস্ত হল, তখন দূত পাঠিয়ে
[ইউফ্রেটিস] নদীর ওপার থেকে আরামীয়দের বের করে আনল; হাদাদ-এজেরের দলের সেনাপতি
শোফাখ তাদের অগ্রনেতা ছিলেন। ১৭ খবরটা দাউদকে জানানো হলে তিনি গোটা ইস্রায়েলকে জড়
করলেন, এবং যর্দন পার হয়ে তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে তাদের বিরুদ্ধে সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস
করলেন। দাউদ আরামীয়দের বিরুদ্ধে সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করতে
লাগল। ১৮ কিন্তু আরামীয়েরা ইস্রায়েলের সামনে থেকে পালিয়ে গেল, আর দাউদ আরামীয়দের সাত
হাজার রথারোহী ও চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্যকে বধ করলেন, দলের সেনাপতি সেই
শোফাখকেও বধ করলেন। ১৯ হাদাদ-এজেরের লোকেরা যখন দেখল যে, তারা ইস্রায়েলের দ্বারা
পরাস্ত হয়েছে, তখন দাউদের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্থির করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল। এবং

আরামীয়েরা আম্মোনীয়দের সাহায্য করতে আর রাজি হল না।

২০ নববর্ষ শুরু হলে রাজারা যখন আবার রণ-অভিযানে বের হন, সেসময়ে যোয়াব শক্তিশালী এক
সৈন্যদলের অগ্রে আম্মোনীয়দের এলাকা ধ্বংস করে রাব্বা অবরোধ করতে গেলেন; কিন্তু দাউদ
নিজে যেরুসালেমে রইলেন। যোয়াব রাব্বাকে দখল করে ভূমিসাৎ করলেন।
২ দাউদ তাদের রাজার মাথা থেকে মুকুট কেড়ে নিলেন; দেখা গেল, মুকুটটির ওজন এক বাট
সোনা ছিল, আবার তা ছিল বহুমূল্য মণিমুক্তায় ভূষিত। তা দাউদের মাথায় পরিয়ে দেওয়া হল আর
তিনি ওই শহর থেকে অতি প্রচুর লুটের মাল বের করে আনলেন। ৩ দাউদ সেখানকার লোকদের
বের করে দিয়ে তাদের করাত, লোহার মই ও কুড়ালের যত কাজে লাগালেন। তিনি আম্মোনীয়দের
সকল শহরের প্রতি সেইমত করলেন। পরে দাউদ ও গোটা সৈন্যদল যেরুসালেমে ফিরে গেলেন।
৪ পরে গেজেরে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যুদ্ধ হল; তখন হূসাতীয় সিব্বেখাই সিপ্পাইকে বধ করল, সে
ছিল রেফাইমদের একজন; তাতে ফিলিস্তিনিরা বশীভূত হল।
৫ পরে আর একবার ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যুদ্ধ হল; যায়িরের সন্তান এল্‌হানান গাতের গলিয়াথের
ভাই লাহমিকে বধ করল, এর বর্শা তাঁতীর একটা কড়িকাঠের মত ছিল।
৬ পরে আর একবার গাতে যুদ্ধ হল; সেখানে খুবই দীর্ঘকায় একজন ছিল, যার প্রতিটি হাত ও
পায়ে ছ'টা আঙুল ছিল—সবসমেত চব্বিশটা আঙুল ছিল; সেও রাফার সন্তান। ৭ সে ইস্রায়েলকে
টিটকারি দিলে দাউদের ভাই শিমেয়ার সন্তান যোনাথান তাকে বধ করল।
৮ এরা ছিল রাফার সন্তান, গাৎ-ই এদের জন্মস্থান। এরা দাউদ ও তাঁর অনুচারীদের হাতে মারা
পড়ল।

লোকগণনা ও তার জন্য শাস্তি

২১ শয়তান ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল; সে দাউদকে ইস্রায়েলের লোকগণনা করতে
প্ররোচিত করল। ২ দাউদ যোয়াবকে ও জননেতাদের বললেন, 'যাও, বের্শেবা থেকে দান পর্যন্ত
ইস্রায়েল ও যুদার লোকগণনা কর; পরে আমাকে হিসাব দেখাও, যেন আমি তাদের সংখ্যা জানতে
পারি।' ৩ যোয়াব রাজাকে বললেন, 'এখন যত লোক আছে, প্রভু তাঁর আপন জনগণের সংখ্যা
শতগুণ বৃদ্ধি করুন! কিন্তু, প্রভু আমার, তারা সকলে কি আমার প্রভুর দাস নয়? তবে আমার প্রভু
কেন তেমন প্রচেষ্টায় মন দিয়েছেন? কেন ইস্রায়েলের উপরে তেমন দোষ এসে পড়বে?' ৪ কিন্তু
তবুও যোয়াবের উপর রাজার মত প্রবল হল, তাই যোয়াব রওনা হয়ে সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে
ঘোরাফেরা করলেন, পরে যেরুসালেমে ফিরে এলেন। ৫ যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা দাউদকে
দিলেন: গোটা ইস্রায়েলে এগারো লক্ষ খড়্গাধারী যোদ্ধা ছিল; যুদায় চার লক্ষ সত্তর হাজার
খড়্গাধারী যোদ্ধা ছিল।
৬ তাদের মধ্যে যোয়াব লেবি ও বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর লোকগণনা করেননি, কারণ তাঁর কাছে রাজার
আদেশ জঘন্যই মনে হচ্ছিল। ৭ তেমন ব্যাপারে পরমেশ্বর ক্ষুব্ধ হলেন, তাই তিনি ইস্রায়েলকে
আঘাত করলেন।
৮ দাউদ পরমেশ্বরকে বললেন, 'তেমন কাজ করে আমি মহাপাপ করেছি। কিন্তু এখন, তোমার
দোহাই, তোমার দাসের এই অপরাধ ক্ষমা কর, আমি তো বড় নির্বোধের মতই ব্যবহার করেছি!'

৯ প্রভু দাউদের দৈবদ্রষ্টা গাদকে বললেন: ১০ ‘দাউদকে গিয়ে বল, প্রভু একথা বলছেন: আমি
তোমার কাছে তিনটে প্রস্তাব রাখি, তার মধ্যে তুমি একটা বেছে নাও, আমি সেইমতই তোমার প্রতি
ব্যবহার করব।’ ১১ তাই গাদ দাউদকে গিয়ে বললেন, ‘প্রভু একথা বলছেন: ১২ তুমি বেছে নাও: হয়
তিন বছর দুর্ভিক্ষ, না হয় তোমার শত্রুদের খড়্গাজনিত আতঙ্কে তোমার বিপক্ষদের সামনে থেকে
তিন মাস পলায়ন, না হয় তিন দিন ধরে প্রভুরই খড়্গা, অর্থাৎ দেশে মহামারী এবং ইস্রায়েলের সারা
অঞ্চল জুড়ে প্রভুর বিনাশী দূতের ঘোরাফেরা। আপনি এখন বিবেচনা করে দেখুন, যিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন, তাঁকে আমি কী উত্তর দেব।’ ১৩ দাউদ গাদকে বললেন, ‘আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন! যাই
হোক, মানুষের হাতে পড়ার চেয়ে আমি যেন প্রভুরই হাতে পড়ি, কারণ তাঁর করুণা মহান।’
১৪ তাই প্রভু ইস্রায়েলের উপরে মহামারী ডেকে আনলেন; আর জনগণের সত্তর হাজার লোক
মারা গেল। ১৫ তারপর পরমেশ্বর যেরুসালেম বিনাশ করার জন্য এক দূত সেখানে পাঠালেন, তিনি
যখন বিনাশ করতে উদ্যত হলেন, তখন প্রভু দৃষ্টিপাত করলেন ও সেই অমঙ্গলের বিষয়ে তাঁর মনে
দুঃখ হল; বিনাশী দূতকে তিনি বললেন, ‘আর নয়! এবার হাত ফিরিয়ে নাও।’ সেসময়ে প্রভুর দূত
যেবুসীয় অর্নানের খামারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
১৬ দাউদ চোখ তুলে দেখলেন, প্রভুর দূত পৃথিবী ও আকাশের মধ্যপথে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর
হাতে যেরুসালেমের উপরে বাড়ানো একটা নিষ্কোষিত খড়্গা। তখন দাউদ ও প্রবীণেরা চটের কাপড়
পরে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন।
১৭ দাউদ পরমেশ্বরকে বললেন, ‘লোকগণনা করতে যে আজ্ঞা দিয়েছে, সে কি আমি নই? আমিই
পাপ করেছি, আমিই বড় অপরাধ করেছি; কিন্তু এই মেষগুলো কী করল? হ্যাঁ, প্রভু, পরমেশ্বর
আমার, আমার উপরে ও আমার পিতৃকুলের উপরেই তোমার হাত ভারী হোক, কিন্তু তোমার আপন
জনগণকে আঘাত না করুক।’
১৮ প্রভুর দূত দাউদকে বলার জন্য গাদকে বললেন, যেন দাউদ উঠে গিয়ে যেবুসীয় অর্নানের
খামারে প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গড়ে তোলেন। ১৯ তাই প্রভুর নামে উচ্চারিত গাদের একথা
অনুসারে দাউদ উঠে গেলেন। ২০ অর্নান মুখ ফিরিয়ে দূতকে দেখতে পেল; তার সঙ্গে তার যে চার
ছেলে ছিল, তারা সকলে লুকোল। ২১ যখন দাউদ অর্নানের কাছে এলেন, তখন অর্নান গম
মাড়াচ্ছিল। অর্নান তাকিয়ে দাউদকে দেখে খামার থেকে বেরিয়ে এসে মাটিতে উপুড় হয়ে দাউদের
সামনে প্রণিপাত করল।
২২ দাউদ অর্নানকে বললেন, ‘এই খামারের জমিটা আমাকে দাও, আমি এখানে প্রভুর উদ্দেশে
একটি যজ্ঞবেদি গেঁথে তুলব; তুমি পুরো মূল্যে জমিটা আমাকে দাও, যেন লোকদের উপর থেকে
মড়ক থামে।’ ২৩ অর্নান দাউদকে বলল, ‘জমিটা নিন; আমার প্রভু মহারাজ যা ভাল মনে করেন,
তাই করুন! এই যে, আহুতির জন্য এই বলদগুলো এবং ইন্ধনের জন্য এই মাড়াই-যন্ত্র ও
শস্য-নৈবেদ্যের জন্য এই গম দিচ্ছি, সবকিছুই দিচ্ছি।’ ২৪ কিন্তু দাউদ রাজা অর্নানকে বললেন, ‘তা
হতে পারবে না; আমি পুরো দাম দিয়েই তা কিনব; তোমার যা, প্রভুর কাছে আমি তা নিবেদন
করব না; এমন আহুতি দেব না, যার জন্য কোন দাম দিইনি।’ ২৫ তাই দাউদ সেই জমির জন্য
অর্নানকে ছ’শো সোনার টাকা দিলেন। ২৬ পরে তিনি সেই জায়গায় প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি
গেঁথে আহুতি দিলেন ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন। তিনি প্রভুকে ডাকলেন, আর প্রভু আকাশ

থেকে আহুতি-বেদির উপরে আগুন দিয়ে তাঁকে সাড়া দিলেন। ২৭ তখন প্রভু তাঁর দূতকে আজ্ঞা
দিলেন, আর দূত খড়্গাটা আবার কোষে রাখলেন।
২৮ যখন দাউদ দেখলেন, প্রভু যেবুসীয় অর্নানের খামারে তাঁকে সাড়া দিলেন, তখন তিনি সেই
জায়গায় বলিদান করলেন। ২৯ প্রভুর আবাস, যা মোশী মরুপ্রান্তরে নির্মাণ করেছিলেন, তা ও
আহুতি-বেদি সেসময় গিবেয়োন-উচ্চস্থানে ছিল; ৩০ কিন্তু পরমেশ্বরের অভিমত অনুসন্ধান করার
জন্য সেখানে যাওয়া এমন সাহস দাউদের ছিল না, কেননা প্রভুর দূতের খড়্গের সামনে তিনি ভীষণ
ভয় পেয়েছিলেন।
২২ দাউদ বললেন, 'এ-ই প্রভু পরমেশ্বরের গৃহ, আর এ-ই ইস্রায়েলের আহুতি-বেদি!'

প্রভুর গৃহ-নির্মাণ প্রস্তুতি

২ পরে দাউদ ইস্রায়েল দেশে থাকা বিদেশী যত লোককে জড় করতে আজ্ঞা দিলেন; এবং
পরমেশ্বরের গৃহ গাঁথবার জন্য পাথর সঠিকভাবে কাটতে পাথরকাটিয়েদের নিযুক্ত করলেন। ৩
দরজাগুলোর পাল্লার পেরেকের জন্য ও কবজার জন্য দাউদ বহু বহু লোহা ব্যবস্থা করলেন, এবং
এমন পরিমাণ ব্রঞ্জ ব্যবস্থা করলেন, যা পরিমাপের অতীত। ৪ এরসকাঠ অসংখ্যই ছিল, কেননা
সিদোনীয়েরা ও তুরস-বাসীরা দাউদের কাছে অতি প্রচুর পরিমাণ এরসকাঠ এনেছিল। ৫ দাউদ
ভাবছিলেন, 'আমার ছেলে সলোমনের এখনও বয়স হয়নি, অভিজ্ঞতাও হয়নি, অথচ প্রভুর জন্য যে
গৃহ গাঁথবার কথা, তা এমন চমৎকার হতে হবে, যাতে সকল দেশের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও
গরিমাপূর্ণ গৃহ হয়। এই উদ্দেশ্যে আমি নিজেই এখন থেকে তার পূর্বব্যবস্থা করব।' তাই দাউদ নিজ
মৃত্যুর আগে বড় বড় ব্যবস্থা করলেন।
৬ পরে তিনি তাঁর ছেলে সলোমনকে ডেকে এনে তাঁকে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর জন্য একটা
গৃহ গেঁথে তুলতে আজ্ঞা দিলেন। ৭ দাউদ সলোমনকে বললেন, 'সন্তান আমার, আমার মনোবাসনা
ছিল, আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলব; ৮ কিন্তু প্রভুর এই বাণী
আমার কাছে এসে উপস্থিত হল: তুমি বেশি রক্ত ঝরিয়েছ, বড় বড় যুদ্ধ করেছ; এজন্য তুমি আমার
নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলবে না, কারণ আমার দৃষ্টিতে তুমি বেশি রক্ত মাটিতে
ঝরিয়েছ। ৯ দেখ, তোমার একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হবে, সে শান্তিপ্রিয় মানুষ হবে; তার চারদিকের
সকল শত্রু থেকে আমি তাকে স্বস্তি দেব; কেননা তার নাম হবে সলোমন, এবং তার দিনগুলিতে
আমি ইস্রায়েলকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করব। ১০ সে আমার নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে
তুলবে; আমার জন্য সে হবে পুত্র, আর তার জন্য আমি হব পিতা; এবং ইস্রায়েলের উপরে তার
রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। ১১ এখন, সন্তান আমার, প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে
থাকুন, যেন তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর জন্য গৃহ নির্মাণে সফল হতে পার, যেমনটি তিনি
তোমার বিষয়ে কথা দিয়েছেন। ১২ শুধু একটি কথা, প্রভু তোমাকে বিচারবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনা মঞ্জুর
করুন, ইস্রায়েলের জন্য তোমাকে উপযুক্ত আজ্ঞা দান করুন, যেন তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর
বিধান পালন করতে পার। ১৩ প্রভু ইস্রায়েলের জন্য মোশীকে যে বিধি ও নিয়মনীতি দিয়েছেন, তা
সযত্নে পালন করলেই তুমি সফল হবে। বলবান হও, সাহস ধর, ভয় করো না, নিরাশ হয়ো না!
১৪ দেখ, আমার দীনতায় আমি প্রভুর গৃহের জন্য এক লক্ষ মণ সোনা, দশ লক্ষ মণ রুপো,

অসংখ্য পরিমাণ ব্রঞ্জ ও লোহা ব্যবস্থা করেছি; কাঠ ও পাথরও ব্যবস্থা করেছি; আর তুমি আরও
আরও মাল যোগ দেবে। [15] তাছাড়া বহু বহু কর্মী, পাথরকাটিয়ে, মিস্ত্রি ও কাঠ-শিল্পী, ও সব ধরনের
কাজের জন্য সব রকম কর্মদক্ষ লোক তোমাকে সাহায্য করবে; [16] সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ, লোহা
অপরিমেয় হবে; তাই ওঠ, কাজে লাগ, এবং প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন।'
[17] পরে দাউদ ইস্রায়েলের সমস্ত জননেতাদের তাঁর সন্তান সলোমনকে সাহায্য দান করতে আজ্ঞা
দিলেন; তাঁদের বললেন, [18] 'তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু কি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেননি? তিনি
কি সবদিকে তোমাদের স্বস্তি দেননি? আসলে তিনি এর মধ্যে অঞ্চলের অধিবাসীদের আমার হাতে
দিয়েছেন; হ্যাঁ, দেশ প্রভুর ও তাঁর আপন জনগণের কাছে বশ্যতা স্বীকার করছে। [19] সুতরাং
তোমরা এখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষায় আপন আপন হৃদয় ও প্রাণ নিবিষ্ট রাখ। তবে
ওঠ, প্রভু পরমেশ্বরের পবিত্রধাম গেঁথে তোল, যেন প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা ও পরমেশ্বরের পবিত্র
পাত্রগুলো সেই গৃহে আনতে পার, যা প্রভুর নামের উদ্দেশে নির্মিত।'

লেবীয়দের শ্রেণি ও তাদের ভূমিকা

২৩ দাউদ বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হলে তাঁর সন্তান সলোমনকে ইস্রায়েলের রাজা করলেন। [2] পরে তিনি
ইস্রায়েলের সমস্ত জননেতা, যাজক ও লেবীয়দের একত্রে সম্মিলিত করলেন।
[3] ত্রিশ বছর ও তার বেশি বয়সের লেবীয়দের গণনা করা হল; মাথা-গণনায় তারা আটত্রিশ
হাজার পুরুষ। [4] এদের মধ্যে চব্বিশ হাজার লোক প্রভুর গৃহের সেবাকর্মের পরিচালনায় নিযুক্ত ছিল,
ছ'হাজার ছিল শাসক ও বিচারক, [5] চার হাজার দ্বারপাল, আর চার হাজার সেই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র দিয়ে
প্রভুর প্রশংসা করত, যা দাউদ তাঁর প্রশংসাগানের জন্য তৈরি করেছিলেন।
[6] দাউদ গের্শোন, কেহাৎ ও মেরারি, লেবির এই সন্তানদের গোত্র অনুসারে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত
করলেন।
[7] গের্শোনীয়দের মধ্যে লাদান ও শিমেই। [8] লাদানের সন্তানেরা: প্রধান যেহিয়েল, পরে জেথান ও
যোয়েল, তিনজন। [9] শিমেইয়ের সন্তানেরা: শেলোমিৎ, হাজিয়েল ও হারান, তিনজন; এঁরা
লাদানের পিতৃকুলপতি। [10] শিমেইয়ের সন্তানেরা: যাহাৎ, জিজা, যেয়ুশ ও বেরিয়া; শিমেইয়ের এই
চার সন্তান। [11] তাঁদের মধ্যে প্রধান যাহাৎ ও দ্বিতীয় জিজা। যেয়ুশ ও বেরিয়ার বেশি সন্তান ছিল না,
এজন্য তাঁরা একই কাজের জন্য এক পিতৃকুল বলে গণিত হলেন।
[12] কেহাতের সন্তানেরা: আম্রাম, ইস্হার, হেব্রোন ও উজ্জিয়েল; চারজন। [13] আম্রামের
সন্তানেরা: আরোন ও মোশী। পরম পবিত্রস্থানের সেবায় চিরকালের মত নিজেদের পবিত্রীকৃত
করার জন্য আরোনকে ও তাঁর সন্তানদের পৃথক করা হল, যেন তাঁরা প্রভুর সামনে ধূপ জ্বালান,
তাঁর সেবা করেন ও তাঁর নামে আশীর্বাদ করেন চিরকালের মত। [14] পরমেশ্বরের মানুষ যে মোশী,
তাঁর সন্তানেরা লেবিগোষ্ঠীর মধ্যে গণিত হলেন। [15] মোশীর সন্তানেরা: গের্শোন ও এলিয়েজের। [16]
গের্শোনের সন্তানদের মধ্যে শেবুয়েল প্রধান। [17] এলিয়েজেরের সন্তানদের মধ্যে রেহাবিয়া প্রধান;
এই এলিয়েজেরের আর সন্তান ছিল না, কিন্তু রেহাবিয়ার সন্তানেরা বহুসংখ্যক ছিল। [18] ইস্হারের
সন্তানদের মধ্যে শেলোমিৎ প্রধান। [19] হেব্রোনের সন্তানদের মধ্যে যেরিয়া প্রধান, দ্বিতীয় আমারিয়া,
তৃতীয় যাহাজিয়েল, চতুর্থ যেকামেয়াম। [20] উজ্জিয়েলের সন্তানেরা: মিখা প্রধান, দ্বিতীয় ইস্সিয়া।

২১ মেরারির সন্তানেরা: মাহ্লি ও মুশি। মাহ্লির সন্তানেরা: এলেয়াজার ও কীশ। ২২ এলেয়াজার
মরলেন, তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না, কেবল কয়েকটি কন্যাই ছিল, আর তাদের জ্ঞাতি কীশের
সন্তানেরা তাদের বিবাহ করল। ২৩ মুশির সন্তানেরা: মাহ্লি, এদের ও যেরেমোৎ; তিনজন।
২৪ এই সকলে নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে লেবি-সন্তান, যাঁরা নাম ও মাথা অনুসারে গণিত হয়ে
পিতৃকুলপতি, অর্থাৎ কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের যাঁরা প্রভুর গৃহে সেবাকর্মে নিযুক্ত। ২৫ কেননা
দাউদ বলেছিলেন, 'যেহেতু প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তাঁর আপন জনগণকে স্বস্তি দিয়েছেন ও
চিরকালের মত যেরুসালেমে বাস করবেন, ২৬ সেজন্য আজ থেকে লেবীয়দেরও আবাসটি বা তার
সেবাকর্ম-সংক্রান্ত পাত্রগুলো আর বইতে হবে না।' ২৭ দাউদের শেষ আজ্ঞা অনুসারে
লেবি-সন্তানদের মধ্যে কুড়ি বছর ও তার বেশি বয়সের লোকেরাই গণিত হল। ২৮ পরমেশ্বরের
গৃহের সেবাকর্মের জন্য তারা আরোন-সন্তানদের অধীন ছিল; প্রাঙ্গণ, কামরাগুলো, পবিত্র
বস্তুগুলোর শুচীকরণ, পরমেশ্বরের গৃহের সেবাকর্ম, ২৯ ভোগ-রুটি, শস্য-নৈবেদ্যের জন্য ময়দা,
খামিরবিহীন চাপাটি, ঝাঁজরিতে রান্না খাদ্য, ভাঁজা খাদ্য, ধারণ ও দৈর্ঘ্যের পরিমাণ, এই সবকিছুর
উপরে লক্ষ রাখাই ছিল তাদের দায়িত্ব। ৩০ প্রভুর স্তুতিগান ও প্রশংসাগান করার জন্য প্রতিদিন
সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের হাজির হওয়া, ৩১ নিত্য পালনীয় বিধিমতে সংখ্যা অনুসারে প্রভুর সামনে
উপস্থিত হয়ে প্রভুর কাছে সাব্বাৎ দিনে, অমাবস্যায় ও পর্বদিনগুলিতে আহুতিবলি আনা, এইসব
কিছুও ছিল তাদের দায়িত্ব। ৩২ আবার, সাক্ষাৎ-তাঁবু ও পবিত্রস্থানের দায়িত্বও তাদের ছিল;
পরিশেষে পরমেশ্বরের গৃহের সেবাকর্মের জন্য তারা তাদের জ্ঞাতি আরোন-সন্তানদের আদেশ
অনুসারে চলত।

যাজকবর্গের নানা শ্রেণি

২৪ আরোন-সন্তানদের শ্রেণির কথা। আরোনের সন্তানেরা: নাদাব, আবিহু, এলেয়াজার ও
ইথামার। ২ নাদাব ও আবিহু তাঁদের পিতার আগেই মরলেন, নিঃসন্তান হয়েই মরলেন; তাই
এলেয়াজার ও ইথামার যাজকত্ব অনুশীলন করলেন। ৩ দাউদ এবং এলেয়াজারের বংশজাত সাদোক
ও ইথামারের বংশজাত আহিমেলেক সেবাকাজ অনুসারে যাজকদের নিজ নিজ শ্রেণিতে বিভক্ত
করলেন। ৪ যেহেতু জানা গেল, পুরুষদের সংখ্যায় ইথামার-সন্তানদের চেয়ে এলেয়াজার-সন্তানেরা
বেশি ছিল, সেজন্য তাদের এইভাবে বিভাগ করা হল: এলেয়াজার-সন্তানদের জন্য ষোলজন
পিতৃকুলপতি, ও ইথামার-সন্তানদের জন্য আটজন পিতৃকুলপতি। ৫ পিতৃকুল নির্বিশেষে গুলিবাঁট
ক্রমে তাদের বিভাগ করা হল, কেননা এলেয়াজার ও ইথামার, দু'জনেরই সন্তানদের মধ্যে
পবিত্রধামের অধ্যক্ষেরা ছিল, আবার ঈশ্বরীয় অধ্যক্ষেরাও ছিল। ৬ রাজার, জননেতাদের, সাদোক
যাজকের, আবিয়াথারের সন্তান আহিমেলেকের এবং যাজকীয় ও লেবীয় পিতৃকুলপতিদের সাক্ষাতে
লেবির বংশজাত নেথানেয়েলের সন্তান শাস্ত্রী শেমাইয়া তাদের নাম লিখে নিলেন; বস্তুত
এলেয়াজারের জন্য এক, ও ইথামারের জন্য এক পিতৃকুল তালিকাভুক্ত হল।
৭ প্রথম গুলিবাঁট যেহোইয়ারিবের নামে উঠল; দ্বিতীয় যেদাইয়ার, ৮ তৃতীয় হারিমের, চতুর্থ
সেওরিমের, ৯ পঞ্চম মাল্কিয়ার, ষষ্ঠ মিয়ামিনের, ১০ সপ্তম হাক্কোসের, অষ্টম আবিয়ার, ১১ নবম
যেশুয়ার, দশম শেখানিয়ার, ১২ একাদশ এলিয়াসিবের, দ্বাদশ যাকিমের, ১৩ ত্রয়োদশ হুপ্পার, চতুর্দশ

ঈশ-বায়ালের, ১৪ পঞ্চদশ বিল্গার, ষোড়শ ইম্মেরের, ১৫ সপ্তদশ হেজিরের, অষ্টাদশ হাপ্পিৎসেসের, ১৬
ঊনবিংশ পেথাহিয়ার, বিংশ এজেকিয়েলের, ১৭ একবিংশ যাখিনের, দ্বাবিংশ গামুলের, ১৮ ত্রয়োবিংশ
দেলাইয়ার, চতুর্বিংশ মায়াজিয়ার নামে উঠল।
১৯ তাঁদের পিতা আরোন ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে তাঁদের জন্য যে বিধান
নিরূপণ করেছিলেন, সেই অনুসারে তাঁরা যখন প্রভুর গৃহের মধ্যে যেতেন, তখন তাঁদের
সেবাকাজের জন্য এটিই ছিল তাঁদের পালা।
২০ লেবির বাকি সন্তানদের কথা: আম্রামের সন্তানদের জন্য শুবায়েল, শুবায়েলের সন্তানদের জন্য
যেহেদইয়া। ২১ রেহাবিয়ার কথা: রেহাবিয়ার সন্তানদের জন্য ইস্সিয়া প্রধান। ২২ ইস্হারীয়দের জন্য
শেলোমোৎ, শেলোমোতের সন্তানদের জন্য যাহাৎ। ২৩ হেব্রোনের সন্তানেরা: যেরিয়া প্রধান, দ্বিতীয়
আমারিয়া, তৃতীয় যাহাজিয়েল, চতুর্থ যেকামেয়াম। ২৪ উজ্জিয়েলের সন্তান মিখা: মিখার সন্তানদের
জন্য শামির; ২৫ ইস্সিয়া মিখার ভাই; ইস্সিয়ার সন্তানদের জন্য জাখারিয়া। ২৬ মেরারির সন্তানেরা:
মাহ্লি ও মুশি; যাজিয়ার সন্তানদের জন্য তাঁর সন্তান। ২৭ তাঁর সন্তান যাজিয়ার দিক থেকে মেরারির
সন্তানেরা: শোহাম, জাক্কুর ও ইব্রি। ২৮ মাহ্লির জন্য এলেয়াজার, এই এলেয়াজার নিঃসন্তান ছিলেন।
২৯ কীশের কথা: কীশের সন্তান যেরাহমেল। ৩০ মুশির সন্তানেরা: মাহ্লি, এদের ও যেরিমোৎ। এঁরা
নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে লেবি-সন্তান। ৩১ তাঁদের ভাই আরোন-সন্তানদের মত এঁরাও দাউদ
রাজার, সাদোকের ও আহিমেলেকের এবং যাজকীয় ও লেবীয় পিতৃকুলপতিদের সাক্ষাতে গুলিবাঁট
করলেন, অর্থাৎ প্রতি পিতৃকুলের জন্য প্রধান লোক ও তাঁর ছোট ভাই এইভাবে করলেন।

গায়কদল

২৫ দাউদ ও সেনাপতিরা মিলে সেবাকাজের জন্য আসাফের, হেমানের ও ইদুথুনের কয়েকটি
সন্তানকে পৃথক করে তাঁদের বীণা, সেতার ও খঞ্জনির তালে তালে নবীয় সঙ্গীত পরিবেশন করার
ভার দিলেন; এই সেবাকাজে নিযুক্ত লোকদের তালিকা এই:
২ আসাফের সন্তানদের কথা: আসাফের সন্তান জাক্কুর, যোসেফ, নেথানিয়া, আসারেলা;
আসাফের এই সন্তানেরা আসাফের পরিচালনার অধীন ছিলেন, আর তিনি রাজার আজ্ঞামত নবীয়
সঙ্গীত পরিচালনা করতেন।
৩ ইদুথুনের কথা: ইদুথুনের সন্তানেরা: গেদালিয়া, সেরি, যেসাইয়া, হাসাবিয়া, শিমেই ও
মাত্তিথিয়া, ছ'জন; এঁরা পিতা ইদুথুনের পরিচালনায় বীণা বাজাতেন, আর তিনি প্রভুর স্তুতিগান ও
প্রশংসাগানে নবীয় সঙ্গীত পরিবেশন করতেন।
৪ হেমানের কথা: হেমানের সন্তানেরা: বুক্কিয়া, মাত্তানিয়া, উজ্জিয়েল, শেবুয়েল, যেরিমোৎ,
হানানিয়া, হানানি, এলিয়াথা, গিদ্দাল্তি, রোমাম্তি-এজের, যোসবেকাশা, মাল্লোথি, হোথির,
মাহাজিয়োৎ। ৫ এঁরা সকলে সেই হেমানের সন্তান, যিনি ছিলেন ঐশবাণী সম্বন্ধে রাজার দৈবদ্রষ্টা;
আর তিনি তাঁর প্রতাপ উন্নীত করার জন্য তাঁকে ঐশবাণী জানাতেন। পরমেশ্বর হেমানকে চৌদ্দজন
পুত্রসন্তান ও তিন কন্যা মঞ্জুর করলেন। ৬ নিজ নিজ পিতার পরিচালনায়, অর্থাৎ আসাফ, ইদুথুন ও
হেমানের পরিচালনায় এঁরা সকলে পরমেশ্বরের গৃহের সেবাকাজের জন্য খঞ্জনি, সেতার ও বীণার
ঝঙ্কারে প্রভুর গৃহে রাজার পরিচালনায় সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। ৭ প্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত

পরিবেশনে নিপুণ তাঁরা ও তাঁদের ভাইয়েরা সংখ্যায় সবসমেত দু'শো অষ্টাশিজন সঙ্গীত-পারদর্শী লোক ছিলেন।

৮ ছোট বড় ও গুরু শিষ্য সকলেই গুলিবাঁট দ্বারা নিজ নিজ দায়িত্ব স্থির করলেন।

৯ আসাফের জন্য যোসেফের পক্ষে প্রথম গুলি উঠল; দ্বিতীয় গেদালিয়ার পক্ষে; তিনি, তাঁর ভাইয়েরা ও সন্তানেরা বারোজন। ১০ তৃতীয় জাক্কুরের পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ১১ চতুর্থ ইজ্রির পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ১২ পঞ্চম নেথানিয়ার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ১৩ ষষ্ঠ বুক্কিয়ার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ১৪ সপ্তম যেসারেলার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ১৫ অষ্টম যেসাইয়ার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ১৬ নবম মাত্তানিয়ার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ১৭ দশম শিমেইয়ের পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ১৮ একাদশ আজারেলের পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ১৯ দ্বাদশ হাসাবিয়ার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ২০ ত্রয়োদশ শুবায়েলের পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ২১ চতুর্দশ মাত্তিথিয়ার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ২২ পঞ্চদশ যেরেমোতের পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ২৩ ষোড়শ হানানিয়ার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ২৪ সপ্তদশ যোসবেকাশার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ২৫ অষ্টাদশ হানানির পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ২৬ ঊনবিংশ মাল্লোথির পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ২৭ বিংশ এলিয়াথার পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ২৮ একবিংশ হোথির পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ২৯ দ্বাবিংশ গিদ্দাল্তির পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ৩০ ত্রয়োবিংশ মাহাজিয়োতের পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন। ৩১ চতুর্বিংশ রোমান্তি-এজেরের পক্ষে; তাঁর সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বারোজন।

দ্বারপালদের শ্রেণি

২৬ দ্বারপালদের শ্রেণির কথা। কোরাহীয়দের মধ্যে কোরের সন্তান মেশেলেমিয়া আসাফ-বংশজাত লোক ছিলেন। ২ মেশেলেমিয়ার সন্তানেরা: জাখারিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র, দ্বিতীয় যেদিয়ায়েল, তৃতীয় জেবাদিয়া, চতুর্থ যাৎনিয়েল, ৩ পঞ্চম এলাম, ষষ্ঠ যেহোহানান, সপ্তম এলিওয়েনাই।

৪ ওবেদ-এদোমের সন্তানেরা: জ্যেষ্ঠ পুত্র শেমাইয়া, দ্বিতীয় যেহোজাবাদ, তৃতীয় যোয়াহ্, চতুর্থ সাখার, পঞ্চম নেথানেয়েল, ৫ ষষ্ঠ আম্মিয়েল, সপ্তম ইসাখার, অষ্টম পেউল্লেথাই, কেননা পরমেশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। ৬ তাঁর সন্তান শেমাইয়ার কতগুলি সন্তানের জন্ম হয়, তাঁরা তাঁদের পিতৃকুলে কর্তৃত্ব করতেন, কারণ শক্তিশালী বীরপুরুষ ছিলেন। ৭ শেমাইয়ার সন্তানেরা: অৎনি, রাফায়েল, ওবেদ, এল্জাবাদ, এবং এলিহু ও সেমাখিয়া নামে তাঁর ভাইয়েরা বীরপুরুষ ছিলেন। ৮ এঁরা সকলে ওবেদ-এদোমের সন্তান। এঁরা, এঁদের সন্তানেরা ও ভাইয়েরা বীরপুরুষ হওয়ায় সেবাকাজের জন্য খুবই দক্ষ ছিলেন। ওবেদ-এদোমের জন্য: সবসমেত বাষট্টিজন।

৯ মেশেলেমিয়ার সন্তানেরা ও ভাইয়েরা আঠারজন বীরপুরুষ ছিলেন।

১০ মেরারি-বংশজাত হোসার সন্তানদের মধ্যে সিম্রি প্রধান ছিলেন; তিনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর পিতা তাঁকে প্রধান করেছিলেন; ১১ দ্বিতীয় হিল্কিয়া, তৃতীয় টেবালিয়া, চতুর্থ জাখারিয়া। হোসার

সন্তানেরা ও ভাইয়েরা সবসমেত তেরোজন।
১২ তাঁদের প্রধানদের মধ্য দিয়ে দ্বারপালদের এই সকল শ্রেণির দায়িত্ব ছিল তাঁদের ভাইদের মত
পরমেশ্বরের গৃহে পরিচর্যা করা। ১৩ ছোট বড় সকলে নিজ নিজ পিতৃকুল অনুসারে প্রত্যেক দরজার
জন্য গুলিবাঁট করলেন।
১৪ তখন পুবদিকের গুলি শেলেমিয়ার নামে উঠল; এঁর সন্তান জাখারিয়া সুবিবেচক পরামর্শদাতা;
গুলিবাঁট করলে উত্তরদিকের গুলি তাঁর নামে উঠল। ১৫ ওবেদ-এদোমের নামে দক্ষিণদিকের, এবং
তাঁর সন্তানদের নামে ভাণ্ডারের গুলি উঠল। ১৬ পশ্চিমদিকের ঊর্ধ্বগামী পথের দিকে
শাল্লেখেৎ-দ্বারের গুলি সুপ্পিমের ও হোসার নামে উঠল। একটা প্রহরী-দল অপরটার সমকক্ষ ছিল।
১৭ পুবদিকে ছ'জন লেবীয় ছিল, উত্তরদিকে প্রতিদিন চারজন, দক্ষিণদিকে প্রতিদিন চারজন ও
ভাণ্ডারের জন্য দুই দুই জন। ১৮ পশ্চিমদিকে উপরের দ্বারের উচ্চপথে চারজন, ও উপরে দু'জন
ছিল। ১৯ এটি কোরেহীয় ও মেরারীয় বংশজাত লোকদের মধ্যে দ্বারপালদের শ্রেণি।
২০ লেবীয়দের কথা। তাঁদের ভাইয়েরা সেই লেবীয়েরা প্রভুর গৃহের ধনভাণ্ডারে ও পবিত্রীকৃত
বস্তুগুলোর ধনভাণ্ডারে নিযুক্ত ছিলেন; ২১ লাদানের সন্তানেরা—যাঁরা লাদানের দিক দিয়ে
গের্শোনীয়দের সন্তান, গের্শোনীয় লাদানের পিতৃকুলপতি—তাঁরা যেহিয়েলীয়েরাই ছিলেন। ২২
যেহিয়েলের সন্তানেরা: জেথান ও তাঁর ভাই যোয়েল; এঁরা প্রভুর গৃহের ধনভাণ্ডারে নিযুক্ত ছিলেন।
২৩ আম্রামীয়দের, ইস্‌হারীয়দের, হেব্রোনীয়দের ও উজ্জিয়েলীয়দের মধ্যে ২৪ মোশীর পৌত্র
গের্শোনের সন্তান শুবায়েল প্রধান কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ২৫ তাঁর ভাইয়েরা: এলিয়েজেরের সন্তান
রেহাবিয়া, তাঁর সন্তান যেসাইয়া, তাঁর সন্তান যোরাম, তাঁর সন্তান জিখ্রি, তাঁর সন্তান শেলোমিৎ। ২৬
দাউদ রাজা এবং পিতৃকুলপতিরা অর্থাৎ সহস্রপতিরা, শতপতিরা ও সেনাপতিরা যে সকল বস্তু
পবিত্রীকৃত বস্তু বলে নিবেদন করেছিলেন, এই শেলোমিৎ ও তাঁর ভাইয়েরা সেই সকল পবিত্রীকৃত
বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। ২৭ প্রভুর গৃহ-সংস্কারের জন্য ওঁরা যুদ্ধে লুণ্ঠিত বহু বস্তু
পবিত্রীকৃত বস্তু বলে নিবেদন করেছিলেন। ২৮ তাছাড়া, সেই সমস্ত বস্তুও ছিল, যা সামুয়েল দৈবদ্রষ্টা,
কীশের সন্তান সৌল, নেরের সন্তান আব্নের ও সেরুইয়ার সন্তান যোয়াব পবিত্রীকৃত বস্তু বলে
নিবেদন করেছিলেন। পবিত্রীকৃত সকল বস্তু শেলোমিতের ও তাঁর ভাইদের দায়িত্বে ছিল।
২৯ ইস্রায়েলের বাইরের ব্যাপারে ইস্‌হারীয়দের মধ্যে কেনানিয়া ও তাঁর সন্তানেরা শাসক ও
বিচারক পদে নিযুক্ত হলেন।
৩০ হেব্রোনীয়দের মধ্যে হাসাবিয়া ও তাঁর ভাইয়েরা এক হাজার সাতশ' বীরপুরুষ প্রভুর
উপাসনা-কর্মে ও রাজার পরিচর্যায় যর্দনের এপারে পশ্চিমদিকে ইস্রায়েলের উপরে নিযুক্ত হলেন।
৩১ হেব্রোনীয়দের পিতৃকুল অনুযায়ী বংশতালিকায় যেরিয়া হেব্রোনীয়দের মধ্যে প্রধান ছিলেন;
দাউদের রাজত্বকালের চত্বারিংশ বর্ষে তদন্তের ফলে তাঁদের মধ্যে গিলেয়াদ-যাসেরে অনেক
শক্তিশালী বীরপুরুষ পাওয়া গেল। ৩২ যেরিয়ার ভাইদের মধ্যে দু'হাজার সাতশ' বীরপুরুষ
পিতৃকুলপতি ছিলেন; তাঁদেরই দাউদ রাজা ঐশ্বরীয় ও রাজকীয় সমস্ত ব্যাপারে রূবেনীয়দের,
গাদীয়দের ও মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীর উপরে নিযুক্ত করলেন।

সামরিক ও পৌর গঠন

২৭ এটি হল ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা—অর্থাৎ সেই পিতৃকুলপতিরা, সহস্রপতিরা, শতপতিরা ও
পরিষদেরা, যাঁরা নিজ নিজ দলে বিভক্ত হয়ে বছরের মাসে মাসে পালা করে রাজার পরিচর্যা
করতেন। প্রতি দলে চব্বিশ হাজার করে লোক ছিল।

২ প্রথম দলের প্রধান প্রথম মাসের জন্য জাব্দিয়েলের সন্তান যাশোবেয়াম; তাঁর দলে চব্বিশ
হাজার লোক ছিল। ৩ তিনি পেরেস-সন্তানদের একজন; তিনি প্রথম মাসের জন্য সকল
সেনানায়কদের প্রধান।

৪ দ্বিতীয় মাসের দলে আহোহীয় দোদাই ও তাঁর দল; সেনানায়ক ছিলেন মিক্লোৎ; তাঁর দলে
চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

৫ তৃতীয় মাসের জন্য তৃতীয় সেনাদলের সেনাপতি ছিলেন যেহোইয়াদা যাজকের সন্তান
বেনাইয়া; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল। ৬ এই বেনাইয়া সেই ত্রিশজনের মধ্যে একজন
বীরপুরুষ ছিলেন ও সেই ত্রিশজনের উপরে ও তাঁর নিজের দলের উপরে নিযুক্ত ছিলেন।
আম্মিজাবাদ ছিলেন তাঁর সন্তান।

৭ চতুর্থ মাসের জন্য চতুর্থ সেনাপতি যোয়াবের ভাই আসাহেল, ও তাঁর পরে, তাঁর সন্তান
জেবাদিয়া; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

৮ পঞ্চম মাসের জন্য পঞ্চম সেনাপতি সেরাহীয় শামেহুৎ; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

৯ ষষ্ঠ মাসের জন্য ষষ্ঠ সেনাপতি তেকোয়ীয় ইক্কেশের সন্তান ইরা; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার
লোক ছিল।

১০ সপ্তম মাসের জন্য সপ্তম সেনাপতি এফ্রাইম-সন্তানদের গোত্রজাত পেলোনীয় হেলেস; তাঁর
দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

১১ অষ্টম মাসের জন্য অষ্টম সেনাপতি জেরাহীয় গোত্রজাত হূসাতীয় সিব্বেখাই; তাঁর দলে
চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

১২ নবম মাসের জন্য নবম সেনাপতি বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীজাত আনাথোতীয় আবিয়েজের; তাঁর দলে
চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

১৩ দশম মাসের জন্য দশম সেনাপতি জেরাহীয় গোত্রজাত নেটোফাতীয় মারাই; তাঁর দলে চব্বিশ
হাজার লোক ছিল।

১৪ একাদশ মাসের জন্য একাদশ সেনাপতি এফ্রাইম-সন্তানদের গোষ্ঠীজাত পিরাথোনীয়
বেনাইয়া; তাঁর দলে চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

১৫ দ্বাদশ মাসের জন্য দ্বাদশ সেনাপতি অৎনিয়েল-গোত্রজাত নেটোফাতীয় হেল্দাই; তাঁর দলে
চব্বিশ হাজার লোক ছিল।

১৬ ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলোর প্রধানদের কথা: রূবেনীয়দের গোষ্ঠীতে প্রধান ছিলেন জিখ্রির সন্তান
এলিয়েজের; সিমেয়োনের গোষ্ঠীতে মায়াখার সন্তান শেফাটিয়া; ১৭ লেবির গোষ্ঠীতে কেমুয়েলের
সন্তান হাসাবিয়া; আরোনীয়দের উপরে সাদোক; ১৮ যুদার গোষ্ঠীতে দাউদের ভাইদের মধ্যে
এলিহু; ইসাখারের গোষ্ঠীতে মিখায়েলের সন্তান অম্রি; ১৯ জাবুলোনের গোষ্ঠীতে ওবাদিয়ার সন্তান
ইসমাইয়া; নেফ্তালির গোষ্ঠীতে আজ্রিয়েলের সন্তান যেরিমোৎ; ২০ এফ্রাইম-সন্তানদের গোষ্ঠীতে

আজাজিয়ার সন্তান হোসেয়া; মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীতে পেদাইয়ার সন্তান যোয়েল; ২১ গিলেয়াদে
মানাসের অর্ধেক গোষ্ঠীতে জাখারিয়ার সন্তান ইদ্দো; বেঞ্জামিনের গোষ্ঠীতে আব্নেরের সন্তান
যাসিয়েল; ২২ দানের গোষ্ঠীতে যেরোহামের সন্তান আজারেল। এঁরাই ছিলেন ইস্রায়েলের
গোষ্ঠীগুলোর প্রধান।
২৩ দাউদ কুড়ি বছর ও তার কম বয়সের লোকদের সংখ্যা গ্রহণ করলেন না, কেননা প্রভু
বলেছিলেন, তিনি আকাশের তারানক্ষত্রের মতই ইস্রায়েলকে বহুসংখ্যক করবেন। ২৪ সেরুইয়ার
সন্তান যোয়াব লোকগণনা করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তা কখনও শেষ করেননি; এমনকি,
সেই লোকগণনার কারণেই ইস্রায়েলের উপরে কোপ নেমে পড়ল। এই লোকগণনার ফলাফল দাউদ
রাজার ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ হল না।
২৫ আদিয়েলের সন্তান আজ্মাবেৎ রাজার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন; এবং মাঠে, শহরে, গ্রামে ও
দুর্গগুলিতে যে যে ভাণ্ডার ছিল, সেই সমস্ত কিছুর অধ্যক্ষ উজ্জিয়ার সন্তান যোনাথান।
২৬ মাঠের কৃষকদের অধ্যক্ষ কেলুবের সন্তান এজ্রি। ২৭ আঙুরখেতের অধ্যক্ষ রামাথীয় শিমেই;
আঙুরখেতের আঙুররসের ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ শেফামীয় জাব্দি। ২৮ নিম্নভূমির জলপাইবাগান ও
ডুমুরগাছগুলোর অধ্যক্ষ গেদেরীয় বায়াল-হানান; তেল-ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ যোয়াশ। ২৯ শারোনে যে
সকল গবাদি পশুপাল চরত, তার অধ্যক্ষ শারোনীয় সিট্রি; অন্য উপত্যকায় গবাদি পশুপালের
অধ্যক্ষ আদ্লাইয়ের সন্তান শাফাট। ৩০ উটগুলোর অধ্যক্ষ ইসমায়েলীয় ওবিল। গাধীদের অধ্যক্ষ
মেরানোথীয় যেহ্দেইয়া। ৩১ ছাগ ও মেষপালগুলোর অধ্যক্ষ আগারীয় যাজিজ। এঁরা সকলে দাউদ
রাজার সম্পত্তির অধ্যক্ষ ছিলেন।
৩২ দাউদের জেঠা মশায় যোনাথান ছিলেন মন্ত্রী; তিনি বুদ্ধিমান ও শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ। হাখমোনির
সন্তান যেহিয়েল রাজকুমারদের দেখাশোনা করতেন। ৩৩ আহিথোফেল ছিলেন রাজমন্ত্রী; আর্কীয়
হুশাই রাজবন্ধু। ৩৪ আহিথোফেলের পরে বেনাইয়ার সন্তান যেহোইয়াদা ও আবিয়াথার নিযুক্ত হলেন;
যোয়াব ছিলেন রাজার সৈন্যদলের সেনাপতি।

দাউদের শেষ নির্দেশবাণী—রাজপদে অভিষিক্ত সলোমন—দাউদের মৃত্যু

২৮ দাউদ সকল জননেতাকে অর্থাৎ গোষ্ঠীপতিকে, রাজার পরিচর্যায় নিযুক্ত নানা দলপতিকে,
সহস্রপতিকে, শতপতিকে, এবং রাজার ও রাজপুত্রদের সমস্ত সম্পত্তির ও পশুপালের অধ্যক্ষকে,
পরিষদবর্গকে ও বীরপুরুষদের, এমনকি সমস্ত বীরযোদ্ধাকে যেরুসালেমে একত্রে সমবেত
করলেন। ২ রাজা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আমার ভাই সকল ও আমার জনগণ, আমার
কথা শোন! আমার মনোবাসনা ছিল, প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার জন্য ও আমাদের পরমেশ্বরের পাদপীঠের
জন্য আমি এক বিশ্রাম-গৃহ গেঁথে তুলব। নির্মাণকাজের জন্যও ব্যবস্থা করেছিলাম, ৩ কিন্তু পরমেশ্বর
আমাকে বললেন, তুমি আমার নামের উদ্দেশে গৃহ গেঁথে তুলবে না, কেননা তুমি যুদ্ধের মানুষ
ছিলে, আর রক্ত ঝরিয়েছ। ৪ যাই হোক, প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের উপরে সবসময়ের
জন্যই রাজত্ব করতে আমার সমস্ত পিতৃকুলের মধ্য থেকে আমাকেই বেছে নিয়েছেন; হ্যাঁ, তিনি
জননায়করূপে যুদাকে ও যুদা গোষ্ঠীর মধ্যে আমার পিতৃকুলকেই বেছে নিয়েছেন, এবং আমাকে
গোটা ইস্রায়েলের রাজা করার জন্য তিনি আমার পিতার ছেলেদের মধ্যে আমাতেই প্রসন্ন হয়েছেন।

[৫] আমার সকল ছেলেদের মধ্যে—প্রভু তো আমাকে বহু ছেলে দিয়েছেন!—তিনি ইস্রায়েলের উপরে
প্রভুর রাজাসনে বসাবার জন্য আমার ছেলে সলোমনকে বেছে নিয়েছেন। [৬] বস্তুত তিনি আমাকে
বলেছেন, তোমার ছেলে সলোমনই আমার গৃহ ও আমার প্রাঙ্গণগুলো নির্মাণ করবে, কেননা আমি
তাকেই আমার সন্তান বলে বেছে নিয়েছি, আর আমি তার পিতা হব। [৭] সে যদি আজকের দিনের
মত আমার আজ্ঞা ও নিয়মনীতি পালনে নিষ্ঠাবান থাকে, তবে আমি তার রাজ্য চিরকালের জন্য
দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব। [৮] সুতরাং এখন, প্রভুর জনসমাবেশ সেই গোটা ইস্রায়েলের দৃষ্টিগোচরে ও
আমাদের পরমেশ্বরের কর্ণগোচরে আমি তোমাদের অনুরোধ করি: তোমরা সযত্নে তোমাদের আপন
পরমেশ্বর প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা মেনে চল, যেন এই উত্তম দেশের অধিকার ভোগ করতে পার এবং
তোমাদের পরে তোমাদের ছেলেদের জন্য চিরস্থায়ী উত্তরাধিকাররূপে তা রেখে যেতে পার। [৯] আর
তুমি, হে আমার সন্তান সলোমন, তুমি তোমার পিতার পরমেশ্বরকে জেনে নাও, এবং একনিষ্ঠ
হৃদয়ে ও একাগ্র মনে তাঁর সেবা কর, কেননা প্রভু সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন ও অন্তরের সমস্ত
চিন্তা-ভাবনা বোঝেন; তুমি যদি তাঁর অন্বেষণ কর, তবে তিনি তোমাকে তাঁর উদ্দেশ পেতে
দেবেন; কিন্তু যদি তাঁকে ত্যাগ কর, তবে তিনি চিরকালের মত তোমাকে দূর করবেন। [১০] দেখ:
এখন প্রভু পবিত্রধাম হিসাবে এক গৃহ গেঁথে তুলতে তোমাকে বেছে নিয়েছেন; তুমি বলবান হও ও
কাজে নাম।'

[১১] দাউদ তাঁর সন্তান সলোমনকে গৃহের বারান্দার, তার ঘরগুলোর, ভাণ্ডারগুলোর, উপরতলার,
ভিতরের কামরাগুলোর ও প্রায়শ্চিত্তাসনের স্থানের নমুনা দিলেন; [১২] তাছাড়া, প্রভুর গৃহের
প্রাঙ্গণগুলো, চারপাশের সকল কামরা, পরমেশ্বরের গৃহের ধনভাণ্ডারগুলো ও পবিত্রীকৃত বস্তুর
ভাণ্ডারগুলো, [১৩] যাজকদের ও লেবীয়দের শ্রেণি, প্রভুর গৃহের সেবা-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ, প্রভুর
গৃহ-সংক্রান্ত সেবাকাজের জন্য সমস্ত পাত্র সম্বন্ধে তিনি আত্মায় যা যা কল্পনা করেছিলেন, সেইসব
কিছুর বিষয়েও তিনি তাঁকে উপযুক্ত নির্দেশ দিলেন। [১৪] সব ধরনের সেবাকাজের জন্য ব্যবহার্য সমস্ত
সোনার পাত্রের সোনার ওজন, সব ধরনের সেবাকাজের জন্য ব্যবহার্য সমস্ত রুপোর পাত্রের
রুপোর ওজন, [১৫] সোনার দীপাধারের সোনার প্রদীপগুলোর জন্য, অর্থাৎ সকল দীপাধারের ও
সেগুলো-সংক্রান্ত প্রদীপের জন্য সোনার ওজন, রুপোর দীপাধারের, প্রতিটি দীপাধারের ব্যবহার
অনুসারে সকল দীপাধারের ও সেগুলো-সংক্রান্ত প্রদীপগুলোর জন্য রুপোর ওজন, [১৬] ভোগ-রুটির
টেবিলগুলোর মধ্যে প্রতিটি টেবিলের জন্য সোনার ওজন, রুপোর টেবিলগুলোর জন্য রুপোর
ওজন, [১৭] ত্রিশূল, বাটি ও কলসগুলোর জন্য খাঁটি সোনার ওজন, প্রতিটি সোনার থালার জন্য
সোনার ওজন, প্রতিটি রুপোর থালার জন্য রুপোর ওজন, [১৮] ধূপবেদির জন্য খাঁটি সোনার ওজন,
এই সমস্ত কিছুর ওজন তিনি তাঁর সন্তানকে দেখালেন। আবার, বাহনের, অর্থাৎ সোনার যে দুই
খেরুবমূর্তি পাখা বাড়িয়ে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা ঢেকে দিচ্ছিল, তাদের নমুনাও তিনি তাঁকে দিলেন। [১৯]
তিনি বললেন, 'আমি প্রভুর হাত থেকেই এই সমস্ত লেখা পেয়েছি; নমুনার সমস্ত দিক বোঝাবার
জন্যই তিনি তা আমাকে দিয়েছেন।'

[২০] দাউদ তাঁর সন্তান সলোমনকে বললেন, 'তুমি বলবান হও, সাহস ধর, কাজে নাম। ভয় করো
না, নিরাশ হয়ো না, কেননা প্রভু পরমেশ্বর, আমার পরমেশ্বর, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। প্রভুর
গৃহ-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ যতদিন সমাধা না হয়, ততদিন ধরে তিনি তোমাকে একা ফেলে রাখবেন

না; না, তোমাকে ত্যাগ করবেন না। ২১ আর দেখ, পরমেশ্বরের গৃহ-সংক্রান্ত সেবাকাজের জন্য
যাজকদের ও লেবীয়দের শ্রেণি তৈরী আছে। আরও, সবরকম কাজে সুদক্ষ লোক যে কোন কাজের
জন্য তোমাকে সহায়তা করবে। জননেতারা আছেন, গোটা জনগণও আছে: তারা সকলে তোমার
নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।'

২৯ দাউদ রাজা গোটা জনসমাবেশকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমার ছেলে সলোমন—তাকেই
বিশেষভাবে পরমেশ্বর বেছে নিয়েছেন—এখনও যুবক ও অনভিজ্ঞ মানুষ, অথচ এই কাজ অতি
মহান, কেননা এই প্রাসাদ মানুষের জন্য নয়, প্রভু পরমেশ্বরেরই জন্য। ২ আমার যতটুকু ক্ষমতা
ছিল, সেই অনুসারে আমি আমার পরমেশ্বরের গৃহের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছি: সোনার
জিনিসের জন্য সোনা, রুপোর জিনিসের জন্য রুপো, ব্রঞ্জের জিনিসের জন্য ব্রঞ্জ, লোহার জিনিসের
জন্য লোহা, কাঠের জিনিসের জন্য কাঠ; আবার, বৈদূর্যমণি, মণিমাণিক্য, নানা রঙের পাথর,
বহুমূল্য নানা রকম পাথর ও সাদা মার্বেল পাথর আমি প্রচুর পরিমাণেই যোগাড় করেছি। ৩ আবার,
সেই পবিত্র গৃহের জন্য যা যা ব্যবস্থা করেছি, তাছাড়া, আমার পরমেশ্বরের গৃহের প্রতি আমার
অনুরাগের খাতিরে, নিজস্ব আমার যত সোনা ও রুপো আছে, তাও আমি আমার পরমেশ্বরের গৃহের
জন্য দিয়ে দিলাম, ৪ যথা: গৃহের দেওয়াল মোড়াবার জন্য তিন হাজার বাট সোনা—ওফিরেরই
সোনা!—ও সাত হাজার বাট খাঁটি রুপো, ৫ সোনার জিনিসের জন্য সোনা, রুপোর জিনিসের জন্য
রুপো ও শিল্পকারদের হাত দিয়ে যা যা তৈরি করা হবে, তার জন্যও সোনা ও রুপো। সুতরাং,
আজ কে প্রভুর উদ্দেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তহস্ত?'
৬ তখন পিতৃকুলপতিরা, ইস্রায়েলের গোষ্ঠীপতিরা, সহস্রপতিরা, শতপতিরা ও রাজার
কর্মাধ্যক্ষেরা একাগ্রতা দেখালেন। ৭ তাঁরা পরমেশ্বরের গৃহের কাজের জন্য পাঁচ হাজার বাট সোনা,
দারিকোন নামে দশ হাজার সোনার টাকা, দশ হাজার বাট রুপো, আঠার হাজার বাট ব্রঞ্জ, ও এক
লক্ষ বাট লোহা দিলেন। ৮ আর যারা দেখল, নিজেদের কাছে বহুমূল্য মণিমুক্তা আছে, তারা
গের্শোনীয় যেহিয়েলের হাতে প্রভুর গৃহের ভাণ্ডারের জন্য তা দিল। ৯ জনগণ তত দানশীলতার জন্য
আনন্দ করল, কেননা তারা একাগ্রচিত্তে প্রভুর উদ্দেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দান করল; দাউদ রাজাও
মহানন্দে আনন্দিত ছিলেন।
১০ দাউদ গোটা জনসমাবেশের সামনে প্রভুকে ধন্য বললেন। দাউদ বললেন: 'ধন্য তুমি প্রভু,
আমাদের পিতা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে। ১১ তোমারই তো প্রভু,
মহত্ত্ব, পরাক্রম, মহিমা, সম্মান ও প্রভা, কারণ স্বর্গমর্তে যা কিছু আছে, সবই তো তোমার। তোমারই
তো প্রভু, রাজ-অধিকার, সবকিছুর উপরে তুমি মাথারূপে উত্তোলিত; ১২ ঐশ্বর্য ও গৌরব তোমা
থেকেই আসে, সবকিছুর উপরে তুমি তো শাসনকর্তা। তোমার হাতেই প্রতাপ ও পরাক্রম, তোমার
হাতেই সবকিছু মহান ও বলবান করে তোলা। ১৩ এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তোমাকে
জানাই ধন্যবাদ, তোমার মহিমময় নামের করি প্রশংসাবাদ। ১৪ কেননা আমি কে, আমার জনগণই
বা কে যে আমরা এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করতে সক্ষম হই? সমস্তই তোমা থেকে আসে, আর
আমরা কেবল তা-ই তোমাকে দিলাম, যা তোমারই হাত থেকে পেয়েছি। ১৫ আমাদের পিতৃপুরুষদের
মত আমরাও তোমার সামনে বিদেশী ও প্রবাসী, পৃথিবীতে আমাদের আয়ু ছায়ার মতই ও

আশাবিহীন! ১৬ হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, তোমার পবিত্র নামের উদ্দেশে এক গৃহ গেঁথে তোলার
জন্য আমরা যা কিছু যোগাড় করেছি, সেই সব তোমার হাত থেকেই এসেছে, সবই তোমার। ১৭ আর
যেহেতু আমি জানি, হে আমার পরমেশ্বর, তুমি হৃদয় পরীক্ষা করে থাক ও সরলতায় প্রসন্ন, সেজন্য
আমি আমার হৃদয়ের সরলতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এইসব কিছু দিলাম; আর এখন দেখছি, এখানে
সমবেত তোমার জনগণ আনন্দের সঙ্গে তোমার উদ্দেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করছে। ১৮ হে প্রভু,
আমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসায়াক ও ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি তোমার আপন জনগণের
হৃদয়ের মধ্যে এই মনোভাব চিরকালের মতই রক্ষা কর; তাদের হৃদয়ও তোমার প্রতি নিবদ্ধ রাখ।
১৯ আর আমার ছেলে সলোমনকে একনিষ্ঠ হৃদয় প্রদান কর, যেন সে তোমার আজ্ঞা, তোমার
সুব্যবস্থা ও তোমার বিধিনিয়ম পালন করতে পারে, এইসব কিছু সাধন করতে পারে, এবং যে
প্রাসাদের জন্য আমি ব্যবস্থা করেছি, সে যেন তা গেঁথে তুলতে পারে।’
২০ পরে দাউদ গোটা জনসমাবেশকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘এখন তোমরা তোমাদের আপন
পরমেশ্বর প্রভুকে ধন্য বল!’ আর গোটা জনসমাবেশ তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে ধন্য
বলল ও মাথা নত করে প্রভুর উদ্দেশে ও রাজার উদ্দেশে প্রণিপাত করল।
২১ তারা পরদিন প্রভুর উদ্দেশে বলিদান করল, ও প্রভুর উদ্দেশে আহুতিবলি উৎসর্গ করল, যথা
এক হাজার বাছুর, এক হাজার ভেড়া, এক হাজার মেষশাবক ও সেগুলো-সংক্রান্ত পানীয়-নৈবেদ্য;
তাছাড়া গোটা ইস্রায়েলের পক্ষে তারা আরও প্রচুর বলি উৎসর্গ করল। ২২ সেদিন তারা মহানন্দে
প্রভুর সাক্ষাতে খাওয়া-দাওয়া করল ও দাউদের সন্তান সলোমনকে পুনরায় রাজা বলে ঘোষণা
করল, এবং প্রভুর উদ্দেশে তাঁকে জননায়ক ও সাদোককে যাজক পদে অভিষিক্ত করল। ২৩ সলোমন
তাঁর পিতা দাউদের পদে রাজা হয়ে প্রভুর সিংহাসনে আসন নিলেন; তিনি সমস্ত কাজে সফল
হলেন, ও গোটা ইস্রায়েল তাঁর প্রতি বাধ্য হল। ২৪ জননেতারা ও বীরপুরুষেরা সকলে এবং দাউদ
রাজার সকল সন্তানও সলোমন রাজার বশ্যতা স্বীকার করলেন। ২৫ প্রভু গোটা ইস্রায়েলের
দৃষ্টিগোচরে সলোমনকে অধিক মহীয়ান করলেন ও তাঁকে এমন রাজপ্রতাপ দিলেন, যা আগে
ইস্রায়েলের কোন রাজার হয়নি।
২৬ যেসের সন্তান দাউদ গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করেছিলেন।
২৭ তিনি ইস্রায়েলের উপরে মোট চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন: হেব্রোনে সাত বছর, ও যেরুসালেমে
তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন।
২৮ তিনি আয়ু, ধন ও গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে শুভ বার্ধক্যকালে মরলেন; তাঁর সন্তান সলোমন তাঁর
পদে রাজা হন।
২৯ দেখ, দাউদ রাজার কর্মকীর্তি—শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই তাঁর যত কর্মকীর্তি—দৈবদ্রষ্টা
সামুয়েলের পুস্তকে, নাথান নবীর পুস্তকে ও গাদ দৈবদ্রষ্টার পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে; ৩০ আর
সেইসঙ্গে তাঁর সমস্ত রাজত্বের ও বীর্যবত্তার বিবরণ, এবং তাঁর জীবনকালে, ইস্রায়েলে ও অন্য সকল
দেশের রাজ্যগুলিতে যে পরাক্রম ও পরীক্ষা দেখা দিল, এই সমস্ত কথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে।